

# কিভাবে দূত আমার কাছে এলেন এবং তার কর্মভার

আর ভ্রাতাগন সম্ভবত...আমি এখানে নীচে অনেকগুলো টেপ রেকর্ডার দেখছি, এবং তারা নিশ্চয়ই, এটি তুলে নেবে। যে কোন সময় আপনাদের পবিত্রআত্মা কি বলেছেন তা জানতে চাইলে, এখানে এই ভাইদের দেখুন যাদের কাছে এই টেপ রেকর্ডারগুলো আছে, ওনারা পুনরায় সেগুলো চালাতে পারেন, আপনারা আপনাদের বিষয় যথাযতভাবে পেয়ে যাবেন। আর নজর রাখুন আর দেখুন যে এটি যথাযতভাবে ঘটে কি না যেভাবে এটা বলা হয়েছে, বুঝলেন। যখন আপনি এরূপ বলতে শোনেন যে “সদাপ্রভু এই কথা কহেন, একটি নির্দিষ্ট বিষয় অথবা এটা এরকমভাবে হবে, অথবা...,” এটি কেবল পরীক্ষা করে দেখুন এবং দেখুন সেটি সঠিক না ভুল, বুঝলেন। এটি সর্বদাই ওই ভাবে হয়।

২ এখন, কেবল একটি ছোট প্রেক্ষাপটের জন্য...এবং আজ রাতে আমি বেশ খুশি অনুভব করছি যে আমাদের কেবল কিছু সংখ্যকই এখানে উপস্থিত আছি। আমরা কেবল ঘরের লোকেরাই আছি, তাই নয় কি? আমাদের মধ্যে কেউই অপরিচিত নই। আমরা করি না...আমি কেবল কেন্টাকি ব্যাকারন ব্যবহার করতে পারি এবং আমি এখন ঠিক নিজের ঘরের মত অনুভব করছি, ‘কারণ আমরা কেবল...আমি এখন কেন্টাকির ওপর ছুড়ছি না, যদি এখানে কেন্টাকি থেকে কেউ থেকে থাকেন। এখানে কেন্টাকি থেকে কেউ আছেন কি? আপনাদের হাত তুলুন। বলুন তো! আমার এখন ঠিক নিজের ঘরের মত অনুভব করা উচিত, তাই নয় কি? ওঁটা বেশ দারুন।

৩ আমার মা আগে একটি বোর্ডিং গৃহ চালাতেন। আর একদিন আমি সেখানে গিয়েছিলাম খুঁজবার জন্য...সেখানে লোকদের একটি বড় দল উঠেছিল, আর সেখানে বড়, লম্বা টেবিল রাখা ছিল; আর আমি বললাম, “এখানে কতজন কেন্টাকি থেকে এসেছেন, উঠে দাড়া।” সকলেই উঠে দাড়িয়েছিল। আর আমি সেই রাতে গির্জায় গিয়েছিলাম, আমার গির্জায়, আর আমি বলেছিলাম, “এখানে কেন্টাকি থেকে কতজন আছেন?” সকলেই উঠে দাড়িয়েছিল। তাই আমি বলতাম, “বেশ, সেটা খুব ভাল ব্যাপার।” মিশনারিগণ একটি খুবই ভালো কাজ করেছেন, তাই আমরা এর জন্য অতি কৃতজ্ঞ।

৪ এখন, রোমীয়র পুস্তকে, ১১ অধ্যায় এবং ২৮ তম পদ। এখন ভালো করে শুনুন শাস্ত্রের এই পঠনকে।

*উহারা সুসমাচারের সম্বন্ধে তোমাদের নিমিত্ত শক্র, কিন্তু নির্বাচনের সম্বন্ধে পিতৃপুরুষগণের নিমিত্ত প্রিয়পাত্র।*

*কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহদান সকল ও তাহার আস্থান অনুশোচনা-রহিত।*

৫ আসুন প্রার্থনা করি। প্রভু, এখন আজ রাতে আমাদের সাহায্য করুন যখন আমরা এতে ভক্তিপূর্ণরূপে অগ্রসর হই, আমাদের সমস্ত হৃদয়ের সাথে, আন্তরিকতার মধ্য দিয়ে; কেবল আপনার মহিমার জন্যই এই সব বিষয় বলা

হয়েছে। আর আমায় সাহায্য করুন, প্রভু, আর আমার মনে কেবল সেসমস্ত জিনিসগুলোই দিন যা বলা উচিত এবং যতোটা বলা উচিত। যখন আপনার সময় আসে আমাকে খামিয়ে দিন। আমি চাই যেন প্রত্যেক হৃদয় এই বিষয়গুলো গ্রহন করে এই শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থিত অসুস্থ এবং অভাবগ্রস্থদের মঙ্গলের জন্য। কারণ আমি এটা যীশু খ্রিষ্টের নামে চাই। আমেন।

6 এখন, আমি এই বিষয়টির দিকে এগোতে চাই যখন আমরা কেবল অল্প সংখ্যায় উপস্থিত আছি। আর—আর আমি চেষ্টা করব যেন আপনাদের এখানে দীর্ঘক্ষণ থাকতে না হয়, আমি আমার ঘড়িটি এখানেই রাখবো এবং যথাসম্ভব চেষ্টা করব আপনাদের সঠিক সময়ে বাইরে বের হতে দিতে, যেন আপনারা কাল রাতে আবার ফিরে আসতে পারেন। এখন, প্রার্থনায় থাকবেন। আমার মনে হয় না যে ছেলোটি এমনকি কার্ড দিয়েছে বলে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি যে সে করেছে কি না...আর যদি সে না করে থাকে অথবা সে করুক বা না করুক, এতে কিছু যায় আসেনা। যেভাবেই হোক আমাদের এখানে কার্ড রাখা আছে যদি আমাদের কিছু নাম ডাকতে হয়, তার জন্য। যদি না হয়, কেন, আমরা কেবল দেখব পবিত্র আত্মা কি বলেন।

7 এখন, যদি আপনারা ভালকরে শোনেন...এখন, এটা হতে পারে...এরকম হওয়ার জন্য আমি...আমাদের খুব অল্পসংখ্যক এখানে উপস্থিত আছে, তাই এটি বলার জন্য এটা একটি ভালো সময়, কারণ এটা—এটা আমার নিজের ব্যক্তিগত সত্তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত। আর এই কারণেই আমি আজ রাতে এই শাস্ত্রাংশটি পড়লাম, যেন আপনারা দেখতে পারেন যে অনুগ্রহদান এবং আহ্বান এরকম বিষয় নয় যা কেউ যোগ্যতারূপে দাবি করতে পারে।

8 পৌল এখানে বলছে, বলেছিল, “ইহুদীদের, সুসমাচারের দিক থেকে অন্ধিভূত করা হয়েছিল এবং ঈশ্বর হতে দূরীকৃত করা হয়েছিল, যা, আমাদের নিমিত্ত করা হয়েছিল।” কিন্তু ওটার ঠিক আগের পদে, বলেছে, “সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে।” সমস্ত ইস্রায়েল রক্ষা পাবে। মনোনয়ন অনুসারে, পিতা ঈশ্বর তাদেরকে প্রেম করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ করেছেন যেন আমরা পরজাতীয়রা একটি অনুশোচনার জায়গা পাই, যা, অব্রাহামের মধ্য দিয়ে, তার বীজেরা তার বাক্য অনুসারে সমস্ত পৃথিবীকে আশীর্বাদ করতে পারে। দেখুন ঈশ্বরের মহানতা কতখানি? তার বাক্য ঠিক হতেই হবে, তিনি আর অন্য কিছুই হতে পারেন না। আর এখন আমরা, এর দ্বারা...ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেছেন; তিনি ইহুদীদের মনোনীত করেছেন; এবং তিনি...

9 এই সমস্ত কিছু হল ঈশ্বরের পূর্ব জ্ঞান। যখন তিনি সেই বিষয়গুলো বলেন যা ঘটিত হবে, তিনি সেগুলো পূর্বেই জানেন। এখন, ঈশ্বরকে, ঈশ্বর হওয়ার জন্য, শুরুতেই তাকে অন্তকে জানতে হবে না হলে তিনি অসীম ঈশ্বর নন। ঈশ্বর চান না যে কেউ বিনষ্ট হয়। নিশ্চয়ই চান না! তিনি চান না কেউ বিনষ্ট হোক। কিন্তু পৃথিবীর—দিন শুরু হওয়ারও প্রারম্ভে, ঈশ্বর ঠিক জানতেন কে কে উদ্ধার পাবে এবং কে কে উদ্ধার পাবে না। তিনি চাইতেন না যে কেউ হারিয়ে যাক, “এটা তার ইচ্ছা ছিল না যে কেউ হারিয়ে যাক, কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল যেন সকলেই উদ্ধার পাক,” কিন্তু তিনি শুরু থেকেই জানতেন কে কে থাকবে আর কে কে থাকবে না। এই কারণেই তিনি আগেই বলে দিতে পারতেন, “এটা ঘটবে, ওটা ঘটবে,” অথবা, “এটা ওরকম হবে। এই ব্যক্তি ওরকম হবে।” বুঝলেন ?

10 তিনি আগেই জানতে পারেন কারন তিনি অসীম। যদি আপনারা জানতেন এর অর্থ কি, ওটা কেবল, “এরকম কিছুই নেই যা তিনি জানেন না।” বুঝলেন, তিনি জানেন। আচ্ছা, সময়ের পূর্ব হতে এবং পরবর্তীতে যখন কোন সময় থাকবে না এরকম কিছুই নেই, বুঝলেন, তিনি সবকিছুই জানেন। সবকিছুই তার মস্তিষ্কে আছে। আর তারপর যেমন পৌল রোমীয়তে বলেছেন, ৮ এবং ৯ অধ্যায়ে, “তবে তিনি আবার দোষ ধরেন কেন? সুতরাং আমরা দেখি যে, কিন্তু ঈশ্বর...”

11 সুসমাচার প্রচারের ন্যায়। কেউ বলেছিল, “ভাই ব্রানহাম, আপনি কি ওটা বিশ্বাস করেন?”

আমি বলেছিলাম, “দেখুন।”

বলেছিল, “আপনি নিশ্চয়ই কেলভিনবাদী।”

আমি বলেছিলাম, “আমি ততক্ষন কেলভিনবাদী যতক্ষণ কেলভিনবাদী বাইবেলের মধ্যে থাকে।”

12 এখন, বৃক্ষের ওপর একটি শাখা আছে, যা হল কেলভিনবাদ, কিন্তু সেই বৃক্ষের ওপর আরও অনেক শাখা আছে। একটি বৃক্ষের একের বেশি শাখা হয়ে থাকে। তিনি চাইতেন এটাকে অনন্ত সুরক্ষায় নিয়ে যেতে, আর কিছু সময় পরে আপনারা সর্বজনীনতায় চলে যান এবং আপনারা কোথাও সরে যান, এর আর কোন শেষ নেই। কিন্তু যখন আপনি কেলভিনবাদের সাথে পৌছান, তারপর ফিরে আসেন এবং আরমেনিয়ানবাদ দিয়ে শুরু করেন। দেখুন, বৃক্ষের ওপর আরও একটি শাখা আছে, এবং বৃক্ষের ওপর আরও একটি শাখা, কেবল চলতেই থাকে। সব কিছু মিলেই বৃক্ষটিকে তৈরি করে। সুতরাং আমি—বিশ্বাস করি... কেলভিনবাদে আমি ততক্ষন বিশ্বাস করি যতক্ষণ এটি শাস্ত্রের মধ্যে থাকে।

13 আর আমি বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর জগতপত্তনের পূর্বেই জানতেন, খ্রিষ্টে তার মণ্ডলীকে পূর্বেই মনোনীত করেছিলেন, এবং জগতপত্তনের পূর্বেই খ্রিষ্টকে বধ করেছেন। তাই শাস্ত্র বলে, “তিনি ঈশ্বরের মেঘ শাবক ছিলেন যাকে জগতপত্তনের পূর্বেই বধ করা হয়েছিল।” বুঝলেন? আর যীশু বলেছেন যে তিনি আমাদেরকে জগতপত্তনের পূর্বেই জানতেন, পৌল বলেছিলেন যে, “তিনি—তিনি আমাদের জানতেন এবং যীশু খ্রিষ্ট দ্বারা আপনার জন্য দত্তকপুত্রতার নিমিত্ত পূর্ব হইতে নিরূপণও করেছেন এর পূর্বে যে পৃথিবী কখনও তৈরি হয়।” এই হলেন ঈশ্বর। এই হলেন আমাদের পিতা। বুঝলেন?

14 সুতরাং চিন্তা করবেন না, চাকাগুলো ঠিকভাবেই ঘুরছে, সবকিছু ঠিক সময়েই আসছে। একমাত্র বিষয়, হল, ক্রমে প্রবেশ করুন। আর ওটাই হল—ওটাই হল এই বিষয়টির উত্তম ভাগ, তারপর আপনি জানবেন যখন আপনি আপনার ক্রমে প্রবেশ করছেন তখন কিভাবে কাজ করতে হবে।

15 এখন, এখন লক্ষ্য করুন, “অনুগ্রহদান সকল ও তাহার আস্থান অনুশোচনা-রহিত,” ওটাই একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমি—আমি শাস্ত্রানুসারে প্রভুতে আমার আস্থানকে রাখতে পারি। আর আমি বিশ্বাস করছি যে আমি আজ রাতে আমার বন্ধুদের সাথে আছি যারা নিশ্চিতভাবেই এটি বুঝবে এবং এটিকে ব্যক্তিগতরূপে নিবে না, কিন্তু যেন আপনারা বুঝতে পারেন, এবং জানতে পারেন ঈশ্বর কি—কি বলেছেন যা তিনি করবেন, এবং কোন কিছুকে চলতে দেখেন এবং তারপর এটির মধ্যে অনুসরণ করতে পারেন।

16 এখন, শুরুতে, প্রথম বিষয় যা আমি স্মরণ করতে পারি তা হল একটি দর্শন। প্রথম বিষয় যা আমি আমার মনে স্মরণ করতে পারছি তা হল একটি দর্শন যা প্রভু আমায় দিয়েছিলেন। আর তা ছিল অনেক, অনেক বছর আগে, আমি কেবল একটি ছোট বালক ছিলাম। আর আমার হাতে একটি পাথর ছিল।

17 এখন, আমি মাফ চাইছি, আমি স্মরণ করতে পারি যখন আমি একটি লম্বা কাপড় পরতাম। আমি জানিনা যে আপনারা (আপনাদের সকলের মধ্যে কেউ) যথেষ্ট বয়স্ক আছেন কিনা যারা স্মরণ করতে পারেন যখন ছোট বাচ্চারা লম্বা কাপড় পড়তো। এখানে কতজন আছেন যারা স্মরণ করতে পারেন যখন বাচ্চারা, হ্যাঁ, লম্বা কাপড় পড়তো? আচ্ছা, আমি স্মরণ করতে পারি, আমাদের ছোট কুড়ে ঘরটিতে যেখানে আমরা থাকতাম, আমি মেঝেতে হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম। আর, কেউ একজন, আমি জানিনা সে কে ছিল, সে ভেতরে আসলো। আর মা আমার কাপড়ে একটি ছোট—ছোট নীল ফিতের কাজ করে দিয়েছিলেন। আর আমি কেবল খোলা অবস্থাতেই হাঁটতে পারতাম। কিন্তু তখন আমি হামাগুড়ি দিচ্ছিলাম, আর তাদের পায়ের ওপরে থাকা বরফে আমার আঙুল আটকে যায়, আর আমি আগুনের চুলির পাশে, গরম হওয়ার জন্য দাঁড়ান ব্যক্তির পা থেকে বরফ নিয়ে খাচ্ছিলাম। আমি স্মরণ করতে পারি আমার মা আমায় এর জন্য ঝাকিয়ে উপরে তুলছেন।

18 আর তারপর পরবর্তী বিষয় যা আমার মনে পরে, ঠিক তার থেকে প্রায় দু বছর পর হবে, আমার কাছে একটি ছোট পাথর ছিল। আর সেটা মনে হয় আমার প্রায় তিন বছর বয়স হবে, আর আমার ছোট ভাইয়ের বয়স তখন কেবল প্রায় দু বছরও হয় নি। আর তাই আমরা বাইরে পেছনের উঠানে ছিলাম যেখানে কেবল একটা পুরনো কাঠের গুড়ির উঠোন ছিল যেখানে তারা কাঠ নিয়ে আসতো এবং কাঠ কেটে রেখে দিত। কতজনের মনে আছে সেই দিনগুলোর কথা যখন আপনারা পেছনের উঠানে কাঠ টেনে নিয়ে আসতেন এবং সেগুলো কেটে টুকরো করতেন? আমি কেন এমনকি আজ রাতেও টাই পড়েছি? আমি—আমি ঠিক ঘড়ে আছি।

19 তারপর যখন তারা...বাইরের পুরনো প্রাঙ্গনে যেখানে পুরনো কাঠের টুকরো রাখা ছিল, সেখানে একটি ছোট শাখা ছিল যেটা স্রোত থেকে বেরিয়ে আসছিল। সেখানে স্রোতের কাছে পুরনো শুখনো লাউ দিয়ে তৈরি একটি পাত্র ছিল যেটি ডুবিয়ে আমরা জল তুলতাম আর বালতিতে ঢালতাম, আর তারপর সেটাকে নিয়ে আসতাম, বালতিটি পুরনো দারুবক্ষ দিয়ে তৈরি ছিল।

20 আমি স্মরণ করতে পারি শেষবার আমার ছোট, বৃদ্ধ ঠাকুরমাকে তার মৃত্যুর আগে দেখেছিলাম, তিনি একশো দশ বছর বয়স্ক ছিলেন। আর যখন তিনি মারা যান, আমি তাকে আমার হাতে তুলে ছিলাম এবং তাকে এইভাবে ধরে ছিলাম ঠিক তার মৃত্যুর আগমুহুর্তে। তিনি আমার চারদিকে নিজের হাত রেখেছিলেন, আর বলেছিলেন, “ঈশ্বর তোমার প্রাণকে আশীর্বাদযুক্ত করুন, প্রিয়, এখন এবং চিরকাল পর্যন্ত,” যখন তিনি মারা যান।

21 আর আমার মনে হয়না তার জীবনে, তার কখনও নিজের এক—এক জোড়া জুতো ছিল বলে। আর আমার মনে পড়ে তাকে দেখতাম, এবং এমনকি যখন আমি যুবক ছিলাম তখনও, তিনি তাদের দেখতে যেতেন, প্রতিদিন সকালে তিনি উঠে পরতেন, খালিপায়ে, এবং সেই বরফের মধ্য দিয়ে বারনা পর্যন্ত যেতেন, এক

বালতি জল নিতেন এবং ফিরে আসতেন, তার পাগুলো ঠিক সেখানে থাকত। তাই এটা আপনাকে আঘাত দেয় না, তিনি একশ দশ বছর পর্যন্ত বেচে ছিলেন। তাই (হ্যাঁ, মহাশয়গণ) তিনি খুবই, খুবই কক্ষণ্ড ছিলেন।

22 তাই তারপর আমি স্মরণ করি যে তিনি আমায় আমার বাবার মার্বেলগুলোর বিষয়ে বলতে যাচ্ছিলেন যেগুলো দিয়ে ছোটবেলায় তিনি খেলতেন। “আর সেই বেচারি বৃদ্ধ মহিলা” আমি ভাবতাম, “উনি কিভাবে উপরে চিলেকোঠায় যাবেন?” একটি ছোট, পুরনো দুই কক্ষবিশিষ্ট কুটির ছিল, এবং এর উপরে একটি চিলেকোঠা ছিল। আর তারা দুটো বৃক্ষ কেটেছিলেন, এবং উপরে যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি বানিয়েছিলেন। আচ্ছা, আমি বললাম...

23 আচ্ছা, এখন, উনি বললেন, “এখন, সাক্ষভোজনের পর আমি তোমায় বলতে চলেছি, তোমায় তোমার বাবার মার্বেলগুলো দেখাব।

আর আমি বললাম, “ঠিক আছে।”

24 অতএব তিনি আমাকে উনার উপরে রাখা বাক্সের মধ্যে সেগুলো দেখাতে নিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে তিনি নিজের জিনিসপত্রগুলো রাখতেন যেমন বৃদ্ধ লোকেরা আগে রাখতেন। আর আমি ভাবলাম, “কিভাবে এই জগতে এমন হতে পারে যে সেই বেচারি বৃদ্ধ মহিলা সেই সিঁড়িতে চড়বেন?” তাই আমি সেখানে গেলাম আর আমি বললাম, “ঠাকুরমা,” আমি বললাম, “এখন, আপনি দাড়া, আমি উপরে যাব আর আপনাকে সাহায্য করব।”

25 উনি বললেন, “তুমি একদিকে দাঁড়িয়ে থাক।” উনি সিঁড়ির ওপর দিয়ে কাঠবিড়ালির মত উঠে পড়লেন। উনি বললেন, “আচ্ছা, এসে পড়।”

আর আমি বললাম, “ঠিক আছে ঠাকুরমা।”

26 আমি ভাবলাম, “হে আমার ঈশ্বর, আমি যদি ওরকম হতাম, যদি আমার মধ্যে এতটা শক্তি থাকতো যেমনটা ওনার একশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরও ওনার মধ্যে ছিল।”

27 এখন, তারপর আমার স্মরণে আছে যে আমি এই ছোট স্রোতের ওপর ছিলাম, আর আমার হাতে একটি পাথর ছিল আর আমি সেটা মাটির ওপর এভাবে ফেলছিলাম, আমার ছোট ভাইকে এটা দেখানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমি কতটা শক্তিশালী ছিলাম। আর সেখানে একটি গাছের ওপর একটি ছোট বৃদ্ধ রবিন পাখি ছিল, বসে ছিল আর সে চি-চি করছিল আর এদিক-ওদিক উড়ছিল। আর, সেই রবিন পাখিটি আমার সাথে কথা বলল, আমি এমনটা ভাবছিলাম। আর আমি ফিন্সলাম আর শুনলাম, আর সেই পাখিটি উড়ে গেল, আর একটি আওয়াজ বলে উঠলো, “তুমি তোমার জীবনের একটা বড় অংশ একটি শহরে কাটাতে চলেছ যার নাম হল নিউ আলবেনি।”

28 এই জায়গাটি ওখান থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত যেখানে আমি বড় হয়েছি। এক বছর পর আমি এক এরকম স্থানে গিয়েছিলাম যার বিষয়ে আমার কোন ধারণা ছিল না যে আমি ওই স্থানে কখনও যাব বলে...নতুন আলবেনি। জীবনের সমস্ত সময়গুলোতে কিভাবে সেই কথাগুলো...

29 এখন দেখুন, আমার লোকেরা ধার্মিক ছিলেন না। আমার বাবা ও মা গির্জায় যেতেন না। এর আগে ওনারা ক্যাথলিক ছিলেন।

30 আমার ছোট ভাস্তা আজ রাতে এখানেই কোথাও বসে আছে, এটা আমার অনুমান, আমি জানিনা। সে একজন সৈনিক। আমি তার জন্য প্রার্থনা করছি। সে নিজে একজন ক্যাথলিক, এখনও ক্যাথলিকই আছে। আর গত সন্ধ্যায়, যখন সে এখানে ছিল আর সে ঈশ্বরের সেই বিষয়গুলো দেখে, সে ঠিক এই মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সে এখানে দাঁড়িয়ে বলেছিল, “বিল কাকু ?” সে অনেক সময় ধরে বিদেশে ছিল, সে বলল, “যখন আমি ওই বিষয়গুলো দেখলাম...” বলল, “এই—এই বিষয়গুলো ক্যাথলিক গির্জায় ঘটিত হয় না।” সে বলল, “ওই...বিল কাকু, আমি—আমি বিশ্বাস করি, আপনি একদম ঠিক।” সে বলল।

31 আর অতএব আমি বললাম, “প্রিয়, এটা আমি নই যে ঠিক, এ তো উনিই যিনি ঠিক। বুঝলে, এ তো উনিই যিনি ঠিক।” আর অতএব সে বলল...আমি বললাম, “মেলবিন, এখন আমি তোমায় এটা বলছি না যে তুমি কিছুই কোর না, কিন্তু তুমি তোমার সম্পূর্ণ মন দিয়ে প্রভু যীশুর সেবা করো। তুমি যেখানেই যেতে চাও, যাও। কিন্তু তুমি আপন হৃদয়ে তুমি নিশ্চিত হয়ে যাও যে যীশু নতুনরূপে তোমার হৃদয়ে জন্ম নিয়ে নিয়েছেন, বুঝলে। তারপর তুমি এরপর যে কোন গির্জায় যেতে চাও, তুমি যাও।”

32 এখন, আমার আগের লোকেরা ক্যাথলিক ছিলেন। আমার বাবা আয়ারল্যান্ডবাসী ছিলেন আর আমার মাও আয়ারল্যান্ডবাসী ছিলেন। কেবল একটি বিষয়েই আয়ারল্যান্ডের রক্ত আমাদের বংশের কোন এক ব্যক্তির মধ্যে ছিল না, আমার ঠাকুরমা দক্ষিণ আমেরিকিয় ইন্ডিয়ান ছিলেন। আমার মা প্রায় উনার থেকে প্রায় অর্ধেক বংশধর ছিলেন। আর অতএব আবার আমি...আমার জন্য, এটি আমার...আমাদের প্রজন্ম ছিল, তিন প্রজন্মের পর সেটা আবছা হয়ে যায়। সম্পূর্ণরূপে আয়ারল্যান্ডবাসী হওয়ার ক্ষেত্রে কেবল এটিই একমাত্র ভাঙ্গন ছিল, ওনাদের নাম হার্বি এবং ব্রানহাম ছিল। আর তারপর পরবর্তীতে লাইয়ম্পরা ছিল, যারা তবুও আয়ারল্যান্ডীয় ছিল। আর তারপর তারা সকলেই ক্যাথলিক ছিলেন। কিন্তু আমার, আমরা শৈশবকালে একেবারেই কোন ধর্মীয় প্রশিক্ষণ অথবা শিক্ষা পাই নি।

33 কিন্তু সেই দানগুলো, যে দর্শনগুলো, আমি ঠিক তখনই দর্শনগুলো দেখতাম ঠিক যেমন এখন দেখি, এটি ঠিক কথা, কেননা ঈশ্বরের অনুগ্রহদান সকল ও তাহার আশ্বাস অনুশোচনা-রহিত। এটি ঈশ্বরের পূর্ব জ্ঞানে হয়ে থাকে, ঈশ্বর কিছু করে থাকেন। জীবনের সমস্ত সময়ে আমি ওই বিষয়ে কিছু বলতে ভয় পেতাম।

34 আপনারা আমার কাহিনী একটি ছোট পুস্তক ‘যীশু খ্রিস্ট কাল, আজ এবং সর্বদা এক আছে’—এ পড়ে থাকবেন। আমি মনে করি এই বিষয়টি কোন পুস্তকে আছে, অন্য পুস্তকটিতে আছে। এটি কি ঠিক, জিনি ? এই বিষয়টি কি এতে আছে, সেই নিয়মিত—নিয়মিত পুস্তকে যা এখন আমাদের কাছে আছে ? এটি কি আমার জীবন কাহিনী পুস্তকে আছে ? আমার মনে হয় এই বিষয়টি এতে আছে। তারপর যখন আমরা...এটি কি বিভৎস্য ব্যাপার নয় ? আমার নিজের পুস্তকগুলো, আমি নিজে সেগুলো কখনও পড়িনি। কিন্তু অন্য এক ব্যক্তি সেগুলোকে লিখেছেন, আর তারপর এটি কেবল এমন এক বিষয় যা তারা সভাতে নিয়ে আসেন। আমি ওই বিষয়গুলোর মধ্য দিয়ে গিয়েছি, অতএব আমি সর্বদা অন্য এক বিষয় ঘটবার অপেক্ষা করছি। আর তারপর সেগুলো সত্যিই ভালো, আমি এখন ওগুলোর কিছু অংশ এদিক ওদিক থেকে পড়েছি, যেমন যেমন আমি সুযোগ পেয়েছি।

35 আর এখন, সকল অবস্থায়, যখন আমি একটি—একটি ছোট বালক ছিলাম, আপনারা জানেন যে কিভাবে সেই দর্শন আমার সাথে কথা বলেছিল, আমি প্রায় সাত বছর বয়স্ক ছিলাম, আর বলেছিল, “তুমি সুরা পান করবে না বা ধূমপান করবে না অথবা নিজের শরীরকে কোনোভাবে দূষিত করবে না, যখন তুমি বড় হয়ে যাবে তখন তোমার জন্য একটা কাজ আছে।” আর আপনারা এই বিষয়টি সেই পুস্তকে পড়ে থাকবেন যে এটা বলা হয়েছিল। আচ্ছা, এটি ঠিক কথা। সর্ব সময়ে আমার সাথে এসব ঘটতে থাকে।

36 যখন আমি একজন সেবক ছিলাম, আচ্ছা, তখন এগুলো আবার—এগুলো আবার আমার সাথে বাস্তবিকই সবসময় ঘটতে শুরু করলো।

37 আর এক রাতে আমি আমার প্রভু যীশুকে দেখলাম। আমি বিশ্বাস করি যে আমি এই কথাটি পবিত্র আত্মার আঞ্জাতে বলছি। প্রভুর দূত যিনি আসেন উনি প্রভু যীশু নন। সেই দর্শনে তিনি ওনার মত দেখতে ছিলেন না। কারণ, প্রভু যীশুর যে দর্শন আমি দেখেছিলাম, তাতে তিনি এক ছোট মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন না... আমি বাইরে মাঠে ছিলাম, আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করছিলাম। আর আমি ভেতরে ফিরে এলাম এবং বিছানায় চলে গেলাম, আর সেই রাতে আমি উনার দিকে দেখলাম আর আমি—আমি বললাম, “ওহ ঈশ্বর, উনাকে উদ্ধার করুন।”

38 আমার মায়ের আগেই উদ্ধার হয়ে গিয়েছিল আর আমি ওনাকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলাম। তারপর আমি ভাবলাম, ওহ, আমার বাবা এতো সুরা পান করেন আর আমি ভাবলাম, “আমি যদি উনাকে প্রভু যীশুকে গ্রহন করিয়ে দিতে পারি।” আমি বাইরে গেলাম, সামনের ঘরের দরজার পাশে আমি একটি ছোট পুরনো বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

39 আর কেউ আমাকে বলল, “দাঁড়িয়ে পড়া।” আর আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, চলতে লাগলাম, আর আমার পিছনে যে মাঠ ছিল, সেখানে চলে গেলাম, এই মাঠটি ক্রম সেজ গাছ দিয়ে তৈরি ছিল।

40 আর সেখানে আমার থেকে দশ ফিটের বেশি নয় এমন দূরত্বে, এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিলেন; উনি সাদা বস্ত্র পড়ে ছিলেন, উনি এক ছোট আকারের ব্যক্তি ছিলেন, উনার হাত এভাবে ভাজ করা ছিল, উনার দাঁড়ি ছিল, যেগুলো ছোট আকৃতির ছিল; উনার চুল উনার ঘাড় পর্যন্ত ছিল; আর উনি আমার থেকে দূরে অন্য দিকে তাকিয়েছিলেন, এই ভাবে, উনি এক শান্ত স্বভাব বিশিষ্ট আকৃতির মানুষ ছিলেন। কিন্তু আমি উনাকে বুঝতে পারলাম না, যে কিভাবে উনার পা একটির পেছনে একটি ছিল। আর হাওয়া হচ্ছিল, উনার বস্ত্র নড়ছিল, আর গাছপালাগুলোও নড়ছিল।

41 আমি ভাবলাম, “এখন, এক মিনিট দাড়াও।” আমি নিজেকে একটু কামড়ে নিলাম। আমি বললাম, “এখন আমি ঘুমিয়ে নই।” আর আমি ভাঙ্গলাম, আমি সেই সেজ গাছের একটি টুকরো ভাঙ্গলাম, আপনারা জানেন, আমি ওটা দিয়ে দাঁত খোঁচানোর একটি টুকরো বানালাম। আমি সেটা আমার মুখে রাখলাম। আমি পেছনে ঘরের দিকে দেখলাম। আমি বললাম, “না, আমি ওখানে বাবার জন্য প্রার্থনা করছিলাম, আর কেউ আমায় বললেন যে বাইরে চলে এস, আর এখানে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন।”

42 আমি ভাবলাম, “ওনাকে প্রভু যীশুর মত মনে হচ্ছে।” আমি ভাবলাম, “আমার আশ্চর্য লাগছে যে উনি কি তিনিই?” উনি কেবল সোজা ওইদিকে

তাকিয়েছিলেন যেখানে এখন আমাদের ঘর আছে। অতএব আমি এই দিকে এটি দেখবার জন্য ঘুরলাম যে যদি আমি ওনাকে দেখতে পাই। আমি তার মুখমন্ডলের এক পাশ ঐভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি...আমায় অনেকটা এই দিকে ঘুরে গিয়ে তাকে দেখতে হচ্ছিল। আর আমি বললাম, “হুম!” এই বিষয়টি ওনাকে নড়ালো না। আর আমি ভাবলাম, “আমি বিশ্বাস করি যে আমি ওনাকে ডাকবো”। আর আমি বললাম, “শীশু।” আর যখন উনি এরকম করলেন, উনি চারদিকে এভাবে দেখলেন। এটাই আমার মনে আছে, উনি কেবল নিজের হাতগুলো এভাবে বিস্তার করলেন।

43 পৃথিবীতে এরকম কোন চিত্রকর নেই যিনি সেই ছবিটি কখনও তৈরি করতে পারেন, ওনার চেহারার গুনগুলোকে তৈরি করতে পারে। সবচেয়ে ভালো ছবি যা আমি দেখেছি তা হল হফম্যান দ্বারা তৈরি ছবি যার নাম হল ৩৩ বছর বয়সে খ্রিষ্টের মস্তক, আমি সেই ছবিকে আমার সকল সাহিত্যে আর আমার ব্যবহার করা সকল জিনিসের মধ্যে লাগিয়েছি। এটা এই জন্য করেছি কারণ ছবিটি ঠিক তার মত দেখতে লাগে। আর অতএব...এটি দেখতে এতটাই নিকটতম যতোটা নিকটতম ওটা হতে পারতো।

44 উনি একটি ব্যক্তির মত লাগছিলেন যে যদি উনি কথা বলেন তবে জগত তার অস্তে চলে আসতে পারে, আর তবুও তার মধ্যে এতটা প্রেম ও দয়া ছিল যে যতক্ষণ না আপনি...আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম। আর দিনের আলোতে, আর আমি নিজেকে দিনের শুরুতে পেলাম যে আমার পাজামা ও জামা চোখের জলে ভিজে গিয়েছে, যখন আমি নিজেতে ফিরে এলাম, তখন আমি সেই ব্রম সেজ গাছের ক্ষেত্র দিয়ে ঘড়ে ফিরে এলাম।

45 আমি এই কথাটি আমার এক সেবক বন্ধুকে বলেছিলাম। সে বলেছিল, “বিলি, ওটা তোমায় পাগল করে দেবে।” সে বলেছিল, “ওটা তো শয়তান।” আর বলেছিল, “তুমি এই সমস্ত বিষয়ে নিজের সময়কে নষ্ট কোর না।” আমি সেই সময় ব্যাপ্টিস্ট সেবক ছিলাম।

46 আচ্ছা, আমি আমার এক বৃদ্ধ বন্ধুর কাছে গিয়েছিলাম। আমি নিচে বসে তাকে সেই বিষয়ে বলেছিলাম। আমি বললাম, “ভাই আপনি এই বিষয়ে কি বলেন?”

47 সে বলল, “আচ্ছা বিলি, আমি তোমায় বলি।” সে বলল, “আমি এটা বিশ্বাস করি যে যদি তুমি নিজের জীবনকে বাচাতে চাও তবে কেবল সেগুলোই প্রচার কর যা বাইবেলে আছে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর এই সমস্ত বিষয়, আমি ওই ধরনের কোন কাল্পনিক বস্তুর পেছনে কখনও যাব না।”

48 আমি বললাম, “মহাশয়, আমার উদ্দেশ্য কোন কাল্পনিক বস্তুর পেছনে যাওয়া নয়।” আমি বললাম, “কেবল একটি বিষয় জানবার চেষ্টা করছি যে এগুলো কি।”

49 সে বলল, “বিলি, অনেক বছর আগে মন্ডলীতে এইসব ব্যাপারগুলো হত। কিন্তু,” বলল, “যখন প্রেরিতরা শেষ হয়ে গেল, তখন এই ব্যাপারগুলো তাদের সাথেই শেষ হয়ে গেছিলো।” আর বলল, “এখন কেবল একটিই কথা আছে যা আমাদের কাছে আছে তা হল...কেউ যদি এই প্রকারের কিছু দেখে,” বলল, “তা হলে এটা হল প্রেতাআবাদী এবং শয়তান।”

আমি বললাম, “ও ভাই ম্যাক্সিনি, আপনার বলার অর্থ তাহলে এটাই?”



উনি বললেন, “হ্যাঁ মহাশয়।”

আমি বললাম, “হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া করুন!”

50 আমি বললাম, “আমি—আমি...ওহ ভাই ম্যাঙ্কিন, আপনি কি—আপনি কি আমার সাথে প্রার্থনা করবেন যেন ঈশ্বর আমার সাথে এটা কখনই হতে না দেন? আপনি জানেন যে আমি তাকে প্রেম করি আর আমি এই বিষয়ে ভুল হতে চাই না।” আমি বললাম, “আপনি আমার সাথে প্রার্থনা করুন।”

51 উনি বললেন, “ভাই বিলি, আমি এটি করব।” আর আমরা—আমরা ওনার সেবক আবাসে ঠিক সেখানেই প্রার্থনা করলাম।

52 আমি অনেক প্রচারকদের জিজ্ঞেস করেছি। ওই কথাটাই বেরিয়ে আসে। তারপর আমি ওনাদেরকে এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পেতে লাগলাম কারণ তারা এটা ভাবতে শুরু করলেন যে আমি একজন শয়তান। অতএব, আমি—আমি ওরকম হতে চাইতাম না। আমি আমার হৃদয়ে জানতাম যে কিছু ঘটিত হয়েছে। এখন, কেবল এটিই ছিল, আমার হৃদয়ে কিছু—কিছু ছিল যা ঘটিত হয়েছিল। আর আমি কখনও ওরকম হতে চাইতাম না।

53 অতএব পরবর্তী বছরগুলোতে, আমি প্রথম প্রথম এক দিন ব্যাপ্টিস্ট মন্ডলীতে যেখানকার আমি সদস্য ছিলাম সেখানে শুনলাম, আমি কাউকে বলতে শুনলাম, “আপনাদের ওখানে যাওয়া উচিত ছিল আর গত রাতে সেই পবিত্র কপটিদের গিয়ে শোনা উচিত ছিল।”

54 আর আমি ভাবলাম, “পবিত্র কপটি?” আর আমি আমার এক বন্ধু ওয়াল্ট জম্পনকে যে একজন বেস গায়ক, তাকে বললাম, “ভাই ওয়াল্ট, ওটা কি বিষয় ছিল?”

সে বলল, “পেন্টিকোস্টাল লোকদের একটি দল।”

আমি বললাম, “কি?”

55 সে বলল, “পেন্টিকোস্টাল লোকেরা!” বললো, “বিলি, যদি তুমি তাদের কখনও দেখতে পেতে,” বলল, “তারা মেঝেতে এভাবে গড়াগড়ি করছিল আর উপর নিচে লাফাচ্ছিল।” আর বলল, “তারা বলে যে তাদের অজানা ভাষায় কোন ধরনের শব্দ উচ্চারণ করতে হয় নাহলে তারা—তারা উদ্ধার পায় নি।”

আমি বললাম, “ওগুলো কোথায় হয়?”

56 “ওহ,” বলল, “একটি ছোট পুরনো তাশ্বুর ভেতর ওখানে একটি সভায়, যা লুইসভিলের অপর প্রান্তে হচ্ছে।” বলল, “অশ্বেত লোকেরা, স্বভাবতই।”

আর আমি বললাম, “ওহ।”

আর সে বলল, “ওখানে অনেক সাদা চামড়ার লোকেরাও আছে।”

আমি বললাম, “তারাও কি এমনটাই করছিল?”

লল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ! তারাও ওরকম করছিলো।।”

57 আমি বললাম, “এটা তো একটা হাস্যকর ব্যাপার, যে লোকেরা ওধরনের ব্যাপারে নিজেদেরকে জড়িয়ে নিচ্ছে।” আমি বললাম, “আচ্ছা, আমার অনুমান এই যে আমাদের মধ্যে ওই ব্যাপারগুলো হওয়াই উচিত।” রবিবারের সেই সকাল আমি কখনও ভুলতে পারবোনা। সে লেবুর ছোকলার একটি টুকরো খাচ্ছিল তার বদ হজমের কারণে, আর আমি কেবল এটি দেখতে পারি ঠিক যেমন গতকাল

হয়েছিল। আর আমি ভাবলাম, বিরবির করা, উপর নীচে লাফানো, এর পর তারা কি ধরনের ধর্ম পেতে চলেছে? অতএব আমি—আমি এগিয়ে চললাম।

58 ওই ঘটনার পর, আমি এক বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করলাম যিনি হয়ত এখন এখানে চার্চেই আছেন, অথবা তিনি এই চার্চে ছিলেন, যার নাম হল জন রায়ান। আর আমি ওনার সাথে একটি জায়গায় সাক্ষাত করলাম... উনি একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন যার লম্বা গোঁফ এবং চুল ছিল, আর তিনি হয়ত এখানেই আছেন। আমি ভেবেছিলাম তিনি এখানে দাঁড়দের গৃহতে বেন্টন হারবার থেকে এসেছিলেন।

59 আর ওনার লুইসভিলের কাছে একটি জায়গা ছিল। আমি তাদের খোঁজার চেষ্টা করছিলাম, আর তারা ওটাকে ভাববাদীদের বিদ্যালয় বলত। আর আমি ভাবলাম যে আমি ওখানে যাব আর দেখব ওটা কি। আচ্ছা, আমি কাউকেও লম্বফাম্প করতে দেখিনি, কিন্তু তাদের কাছে একটু অদ্ভুত মতবাদ ছিল। আর এটাই সেই স্থান ছিল যেখানে আমি সেই বৃদ্ধ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করেছিলাম, উনি আমায় আমন্ত্রণ করেছিলেন যেন আমি সেখানে যাই।

60 আমি ছুটির দিনে সেখানে গিয়েছিলাম। আর আমি সেখানে একদিন ছিলাম, আমি ওনার ঘড়ে ফিরে গিয়েছিলাম আর উনি চলে গিয়েছিলেন, আর উনি ইন্ডিয়ানাপলিসে কোথাও গিয়েছিলেন। ওনার স্ত্রী বললেন, “প্রভু ওনাকে ডেকেছেন।”

আমি বললাম, “আপনি বলতে চাইছেন যে আপনি তাকে এমনিই যেতে দিলেন?”

61 উনি বললেন, “ওহ, তিনি ঈশ্বরের দাস।” আমি শুনেছি যে সেই বৃদ্ধা কিছু সপ্তাহ আগে মারা গেছেন। আর উনি সকলের নিকটে সমর্পিত ছিলেন। ওহ আমার ঈশ্বর, এরকমই এক স্ত্রী হওয়া উচিত! এটি সঠিক কথা। ঠিক হোক বা ভুল, সব অবস্থাতেই উনি ঠিক! আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি জানতাম যে তিনি...”

62 এখন উনি... ভাই রায়ান আপনি কি এখানে আছেন? তিনি এখানে নেই। বৎসেরা, অন্য দিন তিনি এখানে ছিলেন, তাই নয় কি?

63 আচ্ছা, তিনি যা কিছু পেতেন কেবল তা দিয়েই জীবন নির্বাহ করতেন আর ঘরে খাবার জন্য ওনার কাছে কিছু ছিল না। এটি সঠিক কথা। আমি পুকুর থেকে কিছু মাছ ধরেছিলাম অথবা মিশিগান এর ডোবা থেকে ধরেছিলাম, আর আমি ফিরে আসি—আর আমি সেই স্থানে ফিরে আসি। আর মাছ রান্না করবার জন্য ঘরে ওনার কাছে লার্ড যা রান্নার জন্য ব্যবহৃত একরকমের চর্বি অথবা তেল ছিল না, যা দিয়ে উনি মাছগুলো রান্না করতে পারেন। আর আমি বললাম, “ঘরে কিছু না থাকতেও তিনি আপনাকে ছেড়ে চলে গেলেন?”

বললেন, “ওহ, কিন্তু উনি যে ঈশ্বরের দাস, ভাই বিল!” বললেন, “উনি...”

64 আর আমি ভাবলাম, “আপনার বৃদ্ধা হৃদয় আশীর্বাদযুক্ত হোক। ভাই, আমি ঠিক আপনার সাথে দাঁড়িয়ে থাকবো।” এটি সঠিক কথা। “আপনি আপনার স্বামীর জন্য খুব চিন্তা করেন, আমি এই বিষয়ে আপনার সাথে জুড়তে এবং আপনার সাথে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য প্রস্তুত আছি।” এটি সঠিক কথা। আজ আমাদের এই ধরণের আরো স্ত্রীদের প্রয়োজন, আর এই ধরণের আরো পুরুষ প্রয়োজন যারা নিজেদের স্ত্রীদের বিষয়ে এরকম চিন্তা রাখে। এটি সঠিক কথা। আমেরিকা আরো

উত্তম হয়ে যাবে যদি স্বামী ও স্ত্রী এইভাবে মিলেমিশে থাকে। সে ঠিক হোক বা ভুল, ওনার সাথে থাকুন। তখন অনেক বিবাহবিচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যাবে।

65 আর আমরা—আমরা সেখানে গেলাম। তারপর আমি এগিয়ে গেলাম। আর বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময়, এটি একটি বিচিত্র ব্যাপার ছিল যে আমি মিসওয়াক হয়ে এসেছিলাম। আর আমি এখন ছোট ছোট পুরোনো গাড়িগুলো দেখলাম, যেগুলো রাস্তার ওপর চলছিল, যেগুলোর নাম...ওগুলোর ওপর বড় চিহ্ন লাগানো ছিল যেগুলোতে “কেবল যীশু” লেখা ছিল। আমি ভাবলাম, “এর কি... ‘কেবল যীশু’ এটি কোনো ধার্মিক বিষয় হবে।” আর আমি সেখানে গেলাম আর সাইকেলগুলোতে “কেবল যীশু” লেখা ছিল। ক্যাডিলাক্, মডেল টি ফোর্ড গাড়ি আর সব রকমের গাড়ি ছিল, আর তাদের ওপর “কেবল যীশু” লেখা ছিল। আমি ভাবলাম, “আমার আশ্চর্য লাগছে যে এগুলো কি?”

66 অতএব আমি সেগুলোর পেছনে গেলাম; আর এটি জানতে পারলাম যে সেটা একটি ধর্মীয় সভা ছিল, সেখানে পনেরোশো থেকে প্রায় দুহাজার লোক ছিল। আর আমি শুনলাম যে সবাই চেপ্তাছিলো আর উপর নিচে লাফাচ্ছিলো, আর এসব করছিলো। আমি ভাবলাম, “এখানে আমি দেখলাম যে পবিত্র-কপোটি কারা।”

67 অতএব আমার কাছে আমার পুরোনো ফোর্ড গাড়ি ছিল, আপনারা জানেন, যার বিষয়ে আমি দাবি করতাম যে সেটি এক ঘন্টায় ত্রিশ মাইল চলতে পারে, পনেরো এদিকে আর পনেরো ওদিকে যেতে আর আসতে। অতএব আমি সেটি একদিকে করলাম, আমি...যখন আমি গাড়ি দাঁড় করাবার স্থান পেয়ে গেলাম, আর রাস্তায় পুনরায় ফিরে গেলাম। ভেতরে গেলাম, চারদিকে তাকলাম, আর সকলেই যারা দাঁড়াতে পারতো, তারা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আমাকে তাদের মাথার ওপর দিয়ে দেখতে হচ্ছিলো। আর তারা চেপ্তাছিলো, লাফাচ্ছিলো আর পরে যাচ্ছিলো, আর এরকমই কার্য করছিলো। আমি ভাবলাম, “কি ব্যাপার, ওহ, এনারা কি ধরনের লোক!”

68 কিন্তু যত বেশি আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার ততবেশি সেখানে ভালো লাগছিলো। আমি ভাবলাম, “এটি খুবই ভালো মনে হচ্ছে।” আমি ভাবলাম, “ওই লোকগুলোর সাথে কোনো সমস্যা নেই বলেই মনে হচ্ছে। ওনারা পাগল নন। আমি তাদের কিছুজনের সাথে কথা বলেছিলাম, অতএব তারা—তারা ভালো লোক ছিলেন। অতএব আমি বললাম...”

69 আচ্ছা, এখন এটি সেই সভা ছিল যেখানে আমি সেই রাতে গিয়েছিলাম আর সারা রাত সেখানে ছিলাম। আর দ্বিতীয় রাতে আমি ভেতরে গেলাম। আর আপনারা আমায় এই বিষয়টি আমার জীবন কাহিনীতে শুনে থাকবেন। আমি মঞ্চ একশো পঞ্চাশজন লোকের সাথে ছিলাম, বা প্রায় দুশোজন সেবক ছিল, আর হতে পারে তার চেয়েও বেশি জন ছিল, আর তারা প্রত্যেকের কাছে এটা চাইছিলো যেন সবাই উঠে দাঁড়ায় আর বলে যে সে কোথা থেকে এসেছে। আর আমি বললাম, “প্রচারক উইলিয়াম ব্রানহাম, জেফার্সনভিলে,” আর আমি বসে পড়লাম, “ব্যাপ্টিস্ট” আর অমুক আর বসে পড়লাম। প্রত্যেকেই বলছিলো যে তারা কোথা থেকে এসেছে।

70 অতএব পরের দিন সকালে যখন আমি সেখানে ভেতরে গেলাম...সেই রাতে আমি সারা রাত মাঠে শুয়েছিলাম, আর আমার প্যান্টটি ফোর্ড গাড়ির

দুটি সিটের নিচে দাবিয়ে রেখেছিলাম, আপনারা জানেন, আর আমি—আমি... হালকা কাপড়ের তৈরী একটি প্যান্ট, আর ছোট একটি টি শার্ট ছিল, আপনারা জানেন। অতএব পরের দিন সকালে আমি সভাতে গেলাম, আমি ছোট টি শার্ট পরে ছিলাম। আমি গেলাম...

71 আমার কাছে তিন ডলারের বেশি টাকা ছিলোনা, আর ঘরে ফেরার জন্য আমার পর্যাপ্ত পেট্রোলের দরকার ছিল। আর আমি—আমি নিজের জন্য কিছু রোল কিনেছিলাম, যা পুরোনো ছিল, আপনারা জানেন, কিন্তু আমি ঠিক ছিলাম। আর আমি একটি জলের স্রোতের কাছে গেলাম, নিজের জন্য এক গ্লাস জল নিলাম, আপনারা জানেন, আর তা খুবই ভালো ছিল। আর আমি সেগুলো কিছুটা ডুবিয়ে নিয়ে আমার প্রাতরাশ সারলাম।

72 এখন আমি ওনারদের সাথে খেতে পারতাম, এখন, ওনারা দিনে দুবার খাবার খেতেন। কিন্তু আমি দানপাত্রে কিছুই দিতে পারিনি, অতএব আমি—আমি ওনারদের কাছে এক পরাশ্রয়ী ব্যক্তির মত থাকতে চাইছিলাম না।

73 অতএব আবার আমি—আবার আমি সেই সকালে ভেতরে গেলাম, ওনারা বললেন... আমার কেবল এই কথাটির এই ভাগটি বলতে হবে। আর অতএব সেই সকালে সেখানে গেলাম, আর ওনারা বললেন, "আমরা উইলিয়াম ব্রানহামকে খুঁজছি, যিনি একজন যুবক প্রচারক যিনি গত রাতে মঞ্চে এসেছিলেন, উনি একজন ব্যাপ্টিস্ট।" বললেন, "আমরা চাই যে উনি এই সকালের বার্তা নিয়ে আসেন।" আমি দেখলাম যে সেই দলের লোকেরা আমায় অনেক টানাটানি করতে চলেছে, আমি ব্যাপ্টিস্ট বুলো। অতএব আমি একরকম তাড়াতাড়ি করে সিটে বসে পড়লাম। আমি হালকা কাপড়ের প্যান্ট আর টি শার্ট পড়ে ছিলাম; আপনারা জানেন, আর আমরা যাজকীয় কাপড় পড়তাম, অতএব... এইভাবে সিটের ওপর বসে ছিলাম। ওনারা দুই বা তিনবার জিজ্ঞেস করলেন। আর আমি এক অশ্বেত ব্যক্তির কাছে বসে ছিলাম।

74 আর যে কারণে ওনারা এই সভাটি উত্তর দিকে আয়োজন করেছিলেন তা হলো দক্ষিণ প্রান্তে তখন আবার পৃথকীকরণ হচ্ছিলো। অতএব ওনারা এটি দক্ষিণে করতে পারতেন না।

75 অতএব আমার আশ্চর্য লাগছিলো যে 'কেবল যীশু' এই ব্যাপারটি কি। আর আমি ভাবলাম, "যতক্ষণ এটা যীশু আছে, তো এটা ঠিক আছে। অতএব এতে কিছু আসে যায় না যে সেটা...ওটা কিভাবে ছিল, কেবল যতক্ষণ সেটা আছে।"

76 অতএব আমি সেখানে কিছু সময় পর্যন্ত বসে থাকলাম আর ওনারদের দেখতে থাকলাম, অতএব ওনারা দু'তিন বার আবার ডাকলেন। আর এই অশ্বেত ভাইটি আমার দিকে তাকালেন, উনি বললেন, "আপনি কি ওনাকে জানেন?" আমি—আমি—আমি...ওখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছিলো। আমি সেই ব্যক্তিকে মিথ্যা বলতে পারতাম না, আমি মিথ্যা বলতে চাইতাম না।

আমি বললাম, "দেখুন ভাই, আমি ওনাকে জানি।"

উনি বললেন, "আচ্ছা, আপনি গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে আসুন।"

77 আমি বললাম, "আচ্ছা, আমি—আমি আপনাকে বলছি, ভাই," আমি বললাম, "আমিই তিনি। কিন্তু আপনি দেখুন," আমি বললাম, "দেখুন, আমি... এই হালকা কাপড়ের প্যান্ট।"

“ওখানে ওপরে যান।”

78 আর আমি বললাম, “না, আমি ওখানে ওপরে যেতে পারি না,” আমি বললাম, “এই প্যান্টের সাথে এইভাবে, আর এই ছোট টি শার্ট পড়া অবস্থায়।”

বললেন, “ওনারা এই বিষয়ে অত কিছু ভাবেন না যে আপনি কাপড় কিভাবে পড়েছেন।”

79 আর আমি বললাম, “আচ্ছা, দেখুন, আপনি এই কথাটি বলবেন না। আপনি শুনলেন?” আমি বললাম, “বুঝলেন, আমি এই হালকা কাপড়ের প্যান্ট পড়ে আছি, আমি ওপরে ওখানে যেতে চাই না।”

বললো, “কেউ কি জানেন উইলিয়াম ব্রানহাম কোথায় আছেন?”

উনি বললেন, “উনি এখানে আছেন! উনি এখানে আছেন।”

80 হে আমার ঈশ্বর! আমার চেহারা লাল হয়ে গেছিলো, আপনারা জানেন; আর আমি কোনো টাইও পড়ে ছিলাম না, আপনারা জানেন; আর এই ছোট পুরোনো টি শার্ট, আপনারা জানেন, আর সেটির এরকম ছোট হাতা ছিল। আর নিজের লজ্জায় জ্বলজ্বল করা কানের সাথে আমি ওপর পর্যন্ত হেটে গেলাম। আমি কখনো মাইকের কাছাকাছি যাই নি।

81 আর অতএব আমি সেখানে ওপরে প্রচার করতে আরম্ভ করলাম, আর আমি একটি মূলপাঠ নিলাম, আমি সেটা কখনো ভুলতে পারবো না, “ধনী ব্যক্তিটি নিজের চোখ নরকের দিকে করলো আর তারপর সে চেম্বলো।” আমি, অনেক বার, এই ছোট তিনটি বিষয়ে এভাবে প্রচার করেছিলাম, “এসো, এক ব্যক্তিকে দেখো,” “আপনি কি এই বিষয়ে বিশ্বাস করেন?” অথবা “তারপর সে কাঁদলো।” আর আমি বলতে থাকলাম, “কোনো ফুল ছিল না, আর তারপর সে কাঁদলো। কোনো প্রার্থনা সভা নেই, আর তারপর সে কাঁদলো। কোনো শিশু ছিল না, আর তারপর সে কাঁদলো। কোনো গান নেই, আর তারপর সে কাঁদলো।” তারপর আমি কাঁদলাম।

82 অতএব, যখন সব কিছু শেষ হয়ে গেলো, কেন, ওহ আমার ঈশ্বর, ওনারা কেবল...ওনারা সকলে আমার চারদিকে ছিলেন, ওনারা এটা চাইছিলেন যেন আমি ওনারদের জন্য আরো সভা করি। আর আমি ভাবলাম, “হয়তো...” বুঝলেন, ওনারা এতো ভালো লোক ছিলেন।

83 আর আমি সেখানে বাইরে হেটে গেলাম। এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি এমন একজোড়া জুতো, এবং টুপি পরে এসেছিলেন যা সাধারণত রাখাল বালকেরা পরে থাকে, আমি বললাম, “আপনি কে?”

উনি বললেন, “আমি অমুক-অমুক ব্যক্তি টেক্সাস থেকে আসা একজন প্রাচীন।”

আমি ভাবলাম, “আচ্ছা, ওনাকে দেখাচ্ছে...”

84 আরো একজন ব্যক্তি সেই ছোট নিউ ইয়র্কএর প্যান্ট পরে হেটে এলেন, আপনারা জানেন, ওনারা ওই রকম প্যান্ট পরে গল্ফ খেলে থাকেন, আর উনি এক ছোট জার্সি সোয়েটার পরে এলেন। উনি বললেন, “আমি ফ্লোরিডা থেকে আসা অমুক অমুক শ্রদ্ধেয় সেবক। আপনি কি করবেন...”

85 আমি ভাবলাম, “ছেলেরা, আমি এই হালকা প্যান্ট আর টি শার্টের সাথে বেশ নিজের ঘরের মতই অনুভব করছি। ওটা এক বেশ ভালো ব্যাপার ছিল।”

86 অতএব, আপনারা ওই বিষয়ে আমার জীবন কথা শুনেছেন, অতএব আমি এখানে থামবো আর আপনাদের কিছু এমন কথা বলবো যা আমি আপনাদের আগে কখনো বলিনি। প্রথম কথা, যা আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই... আমি ওই কথাটি ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম। আমি আমার জীবনে এই কথাটি জনগণের মধ্যে কখনো বলিনি। যদি আপনারা এটি প্রতিজ্ঞা করেন যে আপনারা আমায় প্রেম করবেন আর আমার এই কথাটি বলবার পর ঠিক ততটাই প্রেম করবার চেষ্টা করবেন যতটা এই কথা বলবার আগে করতেন, আপনাদের হাত ওঠান। ঠিক আছে। এটি আপনাদের প্রতিজ্ঞা, আমি ওই কথাটি ধরে রাখার জন্য আপনাদের সাহায্য করবো।

87 সেই রাতে ওই সভায় বসে, যখন তারা সেই গানগুলো গাইছিলেন, ওনারা নিজেদের হাত দিয়ে তালি বাজাচ্ছিলেন। আর তারা গাইতো, "আমি..." সেই ছোট গানটি গাইতো, "আমি জানি যে সেটা রক্ত ছিল। আমি জানি যে সেটা রক্ত ছিল।" আর তারা বারান্দার সামনে পেছনে দৌড়াতে, আর সব কিছু করতো, আর তারা চেলাতো আর প্রভুর স্তুতি করছিলো। আমি ভাবলাম, "এই কথাটি শুনতে আমার খুব ভালো লাগে।" আমি শুরুতে...

88 আর তারা সব সময় প্রেরিতদের কার্য, প্রেরিতদের কার্য ২:৪, প্রেরিতদের কার্য ২:৩৮, প্রেরিতদের কার্য ১০:৪৯ এর উল্লেখ করছিলেন। আমি ভাবলাম, "বলতে গেলে এতো বাক্য! আমি কেবল ওরকম হতে আগে কখনো দেখিনি।" কিন্তু ওহ আমার হৃদয় জ্বলছিল, আমি ভাবলাম, "এটি অদ্ভুত!" যখন আমি তাদের সাথে প্রথমবার সাক্ষাৎ করেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম যে ওনারা পবিত্র কপটি, আর আমি ভাবলাম, "ওহ আমার ঈশ্বর! এখন তারা স্বর্গদূতের এক দল।" বুঝলেন, আমি আমার ভাবনা একদম বদলে ফেললাম।

89 অতএব পরেরদিন সকালে যখন প্রভু আমায় এই সভাগুলো করবার এক মহান সুযোগ দিলেন, আমি ভাবলাম, "ওহ, আমার ঈশ্বর, আমি এই লোকদের দলের সাথে থাকবো! এরা নিশ্চয়ই সেরকমের লোক হবে যেমন তারা এটি বলতো, "চিৎকার করনেওয়াল মেথডিস্ট"। আমি কেবল কিছুটা আরো আগে গেলাম," আমি ভাবলাম। "হয়তো এটাই সেই ব্যাপার হবে।" অতএব আমি ভাবলাম, "আচ্ছা, আমি... আমি ওই প্রকারে নিশ্চিত ছিলাম। ওহ, ওনাদের বিষয়ে কিছু ব্যাপার আছে যা আমার ভালো লাগে, ওনারা নশ্র আর সুমধুর ছিলেন।"

90 অতএব একটি বিষয় ছিল যা আমি বুঝতে পারিনি, তা হলো অন্য ভাষায় কথা বলা, সেই বিষয়টি আমায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। আর আমি... এক ব্যক্তি ছিলেন, উনি এখানে বসে ছিলেন আর একজন ওখানে বসে ছিলেন, আর ওনারা সেই দলের নেতা ছিলেন। এই ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়তেন আর অন্য ভাষায় কথা বলতেন, আর অপর ব্যক্তি তার অনুবাদ করে দিতেন আর সভার বিষয়ে আর এরকমই বিষয় বলতেন। আমি ভাবলাম, "ওহ আমার ঈশ্বর, ওটা কি ব্যাপার, আমাকে ওই ব্যাপারটা একবার পরে দেখতে হবে।" অতএব তারা অদলবদল করলো, আর আত্মা এর ওপর পড়লো এবং তারপর ওর ওপর পড়লো আর প্রত্যেকে অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলো, আর তার অনুবাদ করতে লাগলো। বাকি মণ্ডলীও বলতে লাগলো, কিন্তু এরকম মনে হচ্ছিল না যে এই দুই ব্যক্তির মত তাদের অনুবাদ আসছিল। এখন, আমি দেখলাম যে তারা দুজনে একসাথে

পাশাপাশি বসে ছিলেন, আমি ভাবলাম, “ওহ আমার ঈশ্বর, ওনাদের তো স্বর্গ দূত হওয়াই উচিত!” অতএব এখানে পিছনে বসে...

91 এই বিষয়গুলো যা কিছু ছিল (আপনারা জানেন) যা আমি বুঝে উঠতে পারতাম না, সেগুলো আমার কাছে প্রকাশ হয়ে যেত। আর কোনো কথা জানবার জন্য আমার কাছে একটা পদ্ধতি ছিল যদি প্রভু চান যে আমি সেটা জানি। আর আমি না...আমি না, জনসমক্ষে আমি এটা আগে কখনো বলিনি। যদি আমি বাস্তবিকই কোনো কথা জানতে চাই, প্রভুই সাধারণত ওই বিষয়গুলো বলে দেন। আত্মিক দান এই জন্যই দেওয়া হয়েছে, আপনারা বুঝতে পারলেন। অতএব আপনি কেবল লোকদের মাঝে ওই বিষয়গুলো রাখতে পারেন না, এটি শুয়োরের সামনে নিজের মুক্ত ছড়ানোর মতো ব্যাপার হয়ে যায়। এটি শুদ্ধ, পবিত্র বিষয়, আর আপনি সেই বিষয়টি করতে চান না। অতএব ঈশ্বর আমায় দায়ী করবেন। যেমন ভাইদের সাথে আর এভাবেই লোকদের সাথে কথা বলতে হয়, আমি এক ভাইয়ের বিষয়ে মন্দ কথা খুঁজবার চেষ্টা করবো না।

92 একবার আমি এক ব্যক্তির সাথে টেবিলে বসে ছিলাম, উনি তার হাতটি আমার চারদিকে উঠিয়ে বললেন, “ভাই ব্রানহাম, আমি আপনাকে ভালোবাসি।” আর আমি এই বিষয়টি অনুভব করছিলাম যে কিছু চলছিল। আমি ওনার দিকে তাকালাম। তিনি আমাকে ওটা বলতে পারতেন না; আমি জানতাম তিনি ওটা করতেন না। বুঝলেন, কারণ ওখানেই এটা ছিল। যদি পূর্ণরূপে কোনো কপটি থেকে থাকে, তবে উনি তাই ছিলেন, বুঝলেন, আর সেখানে উনি আমার চারদিকে হাত রেখে বসে ছিলেন।

93 আমি বললাম, “আচ্ছা ঠিক আছে,” আর আমি চলে গেলাম। আমি ওই বিষয়টি জানতে চাইছিলাম না। আমি কেবল তাকে এভাবেই জানতে চাইবো যেমন ভাবে আমি তাকে জানি, এক ভাইয়ের মতো, আর ওই বিষয়টি ওখানেই ছেড়ে দেব। ঈশ্বরকেই বাকি কাজ করতে দিতে চাইব। বুঝলেন? আর আমি চাই না...জানি না, ওই বিষয়গুলো জানতে চাই না।

94 আর অনেক বার এই বিষয়গুলো, এগুলো কেবল এই মণ্ডলীতেই হয় না। আমি এক ঘরে বসে থাকবো, রেস্টোরায বসে থাকবো, আর পবিত্র আত্মা আমায় এই বিষয়গুলো বলে থাকেন যে কি ঘটতে চলেছে। যে লোকেরা ঠিক এখানে আছেন ওনারা জানেন যে এগুলো সত্য কথা। আমি আমার ঘরে বসে থাকি আর আমি বলি, “এখন, সতর্ক থেকে, কিছু সময় পরে একটা গাড়ি আসবে। উনি অমুক অমুক ব্যক্তি হবেন। ওনাদের ভেতরে নিয়ে যেও, কারণ প্রভু বলেছেন ওনারা এখানে আসবেন।” “যখন আমরা রাস্তার ওপারে যাবো, সেখানে অমুক অমুক ঘটনা ঘটবে। ওখানে সেই চৌরাস্তায় নজর রেখো, কারণ তুমি প্রায় ধাক্কা খেতে চলেছে। আর কেবল দেখুন যে ওভাবেই এটা হয় কিনা, বুঝলেন, প্রত্যেক বার সঠিকভাবে ওরকমই হয়ে থাকে। অতএব আপনি নিজেকে ওই বিষয়ে অত বেশি জড়াবেন না, কারণ আপনি...এটা—এটা...আপনি সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন, এটি ঈশ্বরের দান, কিন্তু আপনাকে এটা লক্ষ্য রাখতে হয় যে আপনি সেটার সাথে কি করেন। ঈশ্বর আপনাকে দায়ী করবেন।

95 মোশিকে দেখুন। মোশি ঈশ্বরের প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন। আপনারা কি এটি বিশ্বাস করেন? প্রথম থেকে নিরূপিত, প্রথম থেকে অভিজিত, আর তাকে ভাববাদী বানানো হয়েছিল! আর ঈশ্বর তাকে ওখানে বাইরে পাঠিয়েছিলেন,

বলেছিলেন, “যাও, পাথরকে গিয়ে বলো,” যখন সেটিকে মারা হয়েছিল। বলেছিলেন, “যাও, পাথরকে গিয়ে বলো, আর সে জল নিয়ে আসবে।”

96 কিন্তু মোশি ক্রুদ্ধ ছিল, সেখানে দৌড়ে গেল এবং পাথরে আঘাত করলো। জল বের হল না, সে সেটাকে আবার আঘাত করলো, বলল, “তোমরা বিদ্রোহী লোকেরা! তোমাদের জন্য আমাদেরকে কি এই পাথর থেকে জল বের করে আনতে হবে?”

97 আপনারা বুঝলেন যে ঈশ্বর কি করেছিলেন? জল এল, কিন্তু বললেন, “মোশি তুমি এখানে উপরে উঠে এস।” এটি ওই বিষয়টির অন্ত ছিল, বুঝলেন। আপনাদের সেই কথাগুলোর ওপর ধ্যান দিতে হয়, অতএব আপনি...আপনি সেই আত্মিক দানের সাথে কি করেন।

98 কেবল একজন প্রচারকের মত, এক উত্তম প্রভাবশালী প্রচারকের মত, এবং সে বাইরে যায়, এবং কেবল দানগুলো এবং পয়সা ওঠানোর জন্য প্রচার করে, ঈশ্বর তাকে ওই বিষয়ের জন্য দায়ী করবেন। এটি ঠিক কথা। আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে আপনি সেই আত্মিক দানগুলোর সাথে কি করেন। অথবা আপনি কি কোন বড় প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করছেন অথবা কোন মণ্ডলীর জন্য বড় নাম পাবার চেষ্টা করছেন বা নিজের জন্য বড় নাম পাবার চেষ্টা করছেন। আমি বরং দুই অথবা তিন রাতের সভা করতে পছন্দ করব এবং অন্য কোথাও গিয়ে পরিশ্রম করব, আর নশ্র হয়ে থাকব, দীন হয়ে থাকব। আর আপনারা জানেন যে আমি কি বলতে চাইছি। হ্যাঁ মহাশয়, সর্বদা নিজের স্থানে স্থির থাকুন যেখানে ঈশ্বর তার হাত আপনার ওপর রাখতে পারেন।

স্মরন রাখবেন, এটি এখন ভেতরের জীবন।

99 অতএব এই দিন আমি ভাবলাম, “আমি হেঁটে ওপরে যাব।” আর আমি কেবল ওই লোকগুলোর ব্যাপারে এত বেশী ব্যাকুল ছিলাম, আমি ভাবলাম, “আমি ওই লোকগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান করব।” যখন সভা শেষ হয়ে গেল আর আমি বাইরে প্রাঙ্গণে তাদেরকে দেখতে থাকলাম। আমি চারদিকে দেখলাম। আমি তাদের মধ্যে একজনকে পেয়ে গেলাম, আমি বললাম, “মহাশয়, আপনি কেমন আছেন?”

100 উনি বললেন, “আপনি কেমন আছেন!” বললেন, “আপনিই কি সেই যুবক প্রচারক যিনি আজ সকালে প্রচার করেছিলেন?” আমি বললাম...আমি তখন তেইশ বছর বয়স্ক। আমি বললাম, “হ্যাঁ মহাশয়।”

আর উনি বললেন, “আপনার নাম কি?”

আমি বললাম, “ব্রানহাম।”

আর আমি বললাম, “আপনার?”

101 আর উনি ওনার নাম আমায় বললেন। আর আমি ভাবলাম, “আচ্ছা, এখন যদি আমি কেবল তার আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে পারি।” আর তবুও আমি এটি জানতে পারছিলাম না যে এই ব্যাপারটি কিভাবে হচ্ছিল। আর আমি বললাম, “আচ্ছা, মহাশয় বলুন,” আমি বললাম, “আপনাদের কাছে বিশেষ একটা ব্যাপার আছে যা আমার কাছে নেই।”

উনি বললেন, “যখন থেকে আপনি বিশ্বাস করেছেন, আপনি কি পবিত্র আত্মা পেয়েছেন?”



আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি ব্যাপটিস্ট।”

102 উনি বললেন, “কিন্তু, যখন থেকে তুমি বিশ্বাস করেছ, তুমি কি পবিত্র আত্মা পেয়েছ?”

103 আর আমি বললাম, “আচ্ছা, ভাই, আপনি কি বলতে চাইছেন?” আমি বললাম, “আমি—আমি সেটা পাই নি যা আপনারা সবাই পেয়েছেন, আমি সেটাই জানি!” আমি বললাম, “কারণ আপনারা যা পেয়েছেন তা খুব শক্তিশালী মনে হচ্ছে আর অতএব...”

বললেন, “আপনি কি কখনও অন্য ভাষায় কথা বলেছেন?”

আর আমি বললাম, “না, মহাশয়।”

বললেন, “আমি আপনাকে শিখাই বলে দিচ্ছি যে আপনি পবিত্র আত্মা পান নি।”

104 আর আমি বললাম, “আচ্ছা, যদি আমি...যদি পবিত্র আত্মা পাওয়ার জন্য ওই বিষয়টি জরুরি হয়ে থাকে, তবে আমি তা পাই নি।”

105 আর অতএব উনি বললেন, “আচ্ছা, যদি আপনি অন্য ভাষায় কথা বলেননি, তবে আপনি তাকে পান নি।”

106 আর সেই কথোপকথনকে ওই ভাবে চালু রেখে আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি তাকে কোথায় পেতে পারি?”

107 বললেন, “আপনি ওখানে ওই ঘরটিতে যান আর পবিত্র আত্মার অন্বেষণ করুন।”

108 আর আপনারা জানেন, আমি ওনাকে দেখতে থাকলাম। উনি জানতেন না যে আমি কি করছিলাম, কিন্তু উনি...আমি জানতাম যে ওনার কাছে বিচিত্র এক অনুভূতি ছিল, কারণ তিনি...তিনি যখন আমায় দেখছিলেন, ওনার চোখ কিছুটা অভিব্যক্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। আর উনি...কিন্তু উনি বাস্তবিকই খ্রিষ্টান ছিলেন। উনি পূর্ণরূপে, একশো শতাংশ খ্রিষ্টান ব্যক্তি ছিলেন। এটি ঠিক কথা। আচ্ছা, আমি ভাবলাম, “ঈশ্বরের স্তুতি হোক, এখানে সেই ব্যাপারটি আছে! আমায়—আমায় ঐ বেদির ওপর কোথাও যাওয়া প্রয়োজন।”

109 আমি বাইরে গেলাম, চারদিকে দেখলাম, আমি ভাবলাম, “আমি অন্য ব্যক্তিটিকেও খুজব।” আর যখন আমি তাকে খুঁজে পেয়ে গেলাম আর ওনার সাথে কথা বলতে লাগলাম, আমি বললাম, “মহাশয় আপনি কেমন আছেন?”

110 উনি বললেন, “আপনি কোন মণ্ডলীর সাথে যুক্ত আছেন?” উনি বললেন, “তারা আমায় বলেছিল যে আপনি একজন ব্যাপটিস্ট।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

আর উনি বললেন, “আপনি এখনও পর্যন্ত পবিত্র আত্মা পান নি, আপনি পেয়েছেন কি?”

আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি জানি না।”

বললেন, “আপনি কখনও অন্য ভাষায় কথা বলেছেন?”

আমি বললাম, “না মহাশয়।”

বললেন, “আপনি তাকে পান নি।”

111 আর আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি জানি যে আমি সেটা পাই নি যা আপনারা সকলে পেয়েছেন। আমি ওই ব্যাপারটা জানি।” আর আমি বললাম, “কিন্তু ভাই, আমি বাস্তবেই তাকে পেতে চাই।”

উনি বললেন, “আচ্ছা, ওখানে পুকুর তৈরি আছে।”

112 আমি বললাম, “আমার বাস্তব হয়ে গেছে। কিন্তু,” আমি বললাম, “আমি সেইটি পাই নি যা আপনারা সকলে পেয়েছেন।” আমি বললাম, “আপনাদের কাছে কিছু এমন জিনিস আছে যা আমি বাস্তবিকরূপেই পেতে চাই।”

আর উনি বললেন, “আচ্ছা, এটি উত্তম কথা।”

113 আমি ওনাকে ধরতে চাইছিলাম, আপনারা বুঝলেন। আর যদি আমি... যখন অন্তত তার আত্মাকে ধরে ফেললাম, এখন, ইনি দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন, যদি আমি কোন পতিত কপটির সাথে কখনও কথা বলেছি, তবে তাদের মধ্যে উনি ছিলেন একজন। উনি থাকছিলেন... ওনার স্ত্রী একজন কালো চুলওয়ালা স্ত্রী ছিলেন, তিনি একজন সোনালি চুলওয়ালা স্ত্রীর সাথে থাকছিলেন আর তার দ্বারা ওনার কাছে দুটি সন্তান ছিল। উনি সুরা পান করতেন, গালমন্দ করতেন, সুরার দোকানে ঘোরাঘুরি করতেন, আর সবকিছু করতেন, আর তথাপি উনি ভেতরে ছিলেন আর অন্য ভাষায় কথা বলছিলেন আর ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন।

114 তারপর আমি বললাম, “প্রভু, আমায় ক্ষমা করো।” আমি ঘরে চলে গেলাম। এটি ঠিক কথা। আমি বললাম, “আমি কেবল যাব... আমি ওই ব্যাপারটি বুঝতে পারিনি। এরকম মনে হচ্ছিল আশীর্বাদযুক্ত পবিত্র আত্মা নেমে আসছিল আর সেই কপটির ওপর নেমে আসছিল।” আমি বললাম, “এরকম হতে পারে না! ব্যাস এটিই কথা।”

115 এই লম্বা সময়ে, আমি পড়ছিলাম আর কাঁদছিলাম, এমন ভাবলাম যে যদি আমি তাদের সাথে বাইরে যাই তাহলে হয়ত আমি জানতে পারব যে ওগুলো কি। এখানে একজন আছে, একজন প্রকৃত খ্রিষ্টান; আর দ্বিতীয়জন, একজন প্রকৃত কপটি। তারপর আমি ভাবলাম, “ওই বিষয়টি কি? ওহ,” আমি বললাম, “ঈশ্বর, হতে পারে—হতে পারে আমার কিছু ভুল আছে।” আর মৌলবাদী হওয়ার কারণে আমি বললাম, “ওই সব কিছু... এটি দেখতে হবে যে এই ব্যাপারটি বাইবেলে আছে কিনা। এটি হওয়া উচিত।”

116 আমার জন্য, যেকোনো বিষয় যা ঘটে তা বাইবেল থেকে হতে হবে না হলে সেটি ঠিক নয়। সেটি এখান থেকে আসতেই হবে। সেটিকে বাইবেলের মধ্যে দিয়ে সিদ্ধ হতে হবে, কেবল একটি স্থানে নয়, কিন্তু সেই ব্যাপারটি সমস্ত বাইবেলের মধ্যে থাকতে হবে। আমাকে তার ওপর বিশ্বাস করতে হবে। সেটিকে মিলতে হবে আর প্রত্যেক বাক্যের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে হবে নাহলে আমি সেই বিষয়টি বিশ্বাস করতে পারব না। আর তারপর, যেহেতু পৌল বলেছে, “যদি স্বর্গ থেকে আগত কোন দূত এসে অন্য সুসমাচারকে প্রচার করে, তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।” অতএব আমি বাইবেলে বিশ্বাস করি।

আর আমি বললাম, “ওই ধরনের কোন ব্যাপার কখনই বাইবেলে আমি দেখি নি।”

117 দু বছর পর, নিজের স্ত্রীকে হারানোর পর আর ওসব বিষয়ের পর আমি ওপরে গ্রিনস মিলে ছিলাম যা ছিল আমার প্রার্থনা করবার একটি ছোট পুরনো স্থান।

আমি আমার সেই গুহার মধ্যে দুই বা তিন দিন পর্যন্ত ছিলাম, দু দিন ধরে ছিলাম। একটু প্রশ্বাস নেবার জন্য, হাওয়াতে প্রশ্বাস নেবার জন্য আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। আর যখন ওখানে আমি বাইরে হেঁটে গেলাম, ওখানে ঠিক ভেতরে ঢুকতে গেলে, একটি কাঠের পাটাতন ছিল যার অপর প্রান্তে আমার বাইবেল রাখা ছিল। সেখানে একটি পুরনো গাছ পড়ে গিয়েছিল, আর ওটাতে দুটি শাখা ছিল। এখন আপনারা... এরকমভাবে ওটাতে দুটি শাখা ছিল যা উপরের দিকে ছিল, আর গাছটি নীচে পরা ছিল। আর সেই গুড়ির ওপর পা রেখে বসে পরলাম, আর রাতে সেখানে বসে পরলাম, এই ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলাম, আমার হাত এরকমভাবে রাখা ছিল, আর কখনও কখনও আমি এইভাবে ওই গুড়ির ওপর শুয়ে পরতাম আর প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পরতাম। ওখানে ওপরে আমি কয়েকদিন পর্যন্ত ছিলাম, কিছুই না খেয়ে ও পান না করে, কেবল ওখানে প্রার্থনা করছিলাম। আর একটু তাজা বাতাস গ্রহণের জন্য আমি বাইরে গেলাম, ওই গুহা থেকে বাইরে গেলাম, ওখানে ঠাণ্ডা ছিল আর ওখানে পেছনের দিকে আর্দ্রতা ছিল।

118 অতএব আমি বাইরে এসে পরলাম আর ওখানে আমার বাইবেল রাখা ছিল যেখানে আমি সেটা আগের দিন রেখেছিলাম, আর তাতে ইব্রিয় পুস্তক ৬ আধ্যায় বের করা ছিল। আর আমি সেটা পাঠ করতে শুরু করলাম, “অতএব আইস, আমরা... আদিম কথা পশ্চাতে ফেলিয়া সিদ্ধির চেষ্টায় অগ্রসর হই; পুনর্বীর এই ভিত্তিমূল স্থাপন না করি, যথা মৃত ক্রিয়া হইতে মন পরিবর্তন,” আর এরকমই অন্যান্য কথা। “কেননা যাহারা একবার দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, ও স্বর্গীয় দানের রসাস্বাদন করিয়াছে,” আর অমুক অমুক। কিন্তু বলা আছে, “কারণ যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর যাহাদের নিমিত্ত উহা চাষ করা গিয়াছে, তাহাদের জন্য উপযুক্ত ঔষধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বর হইতে আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি কাটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন করে, তবে তাহা অকর্মণ্য ও শাপের সমীপবর্তী, জ্বলনই তাহার পরিণাম।”

আর কিছু একটা জিনিস এভাবে শব্দ করে বেরিয়ে গেল, “হ্শশশশশশ!”

119 আমি ভাবলাম, “এটা এখানে আছে। আমি এখন ওই বিষয়গুলো শুনবো যা তিনি... উনি আমাকে এখানে উত্তলন করেছেন, তিনি আমাকে ঠিক এখন দর্শন দিতে চলেছেন।” গুড়ির এক প্রান্তে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম, অপেক্ষা করতে থাকলাম। আমি উঠলাম, আর সামনে পেছনে চলতে লাগলাম, ওপরে নীচে চলতে থাকলাম। পেছনে গেলাম, কিছুই ঘটলো না। নিজের গুহাতে ফিরে এলাম, কিছুই ঘটলো না। আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলাম, আমি ভাবলাম, “আচ্ছা, এটি কি বিষয়?”

120 আমি আমার বাইবেল পর্যন্ত হেঁটে গেলাম, আর ওহ, সেই কথাটি আমার কাছে আবার এল। আমি সেটা ওঠালাম, আর আমি ভাবলাম, “ওটার ভেতরে এমন কি কথা আছে, যা তিনি চান যেন আমি তা পড়ে দেখি?” আমি ওখানে নীচে পর্যন্ত পড়তে থাকলাম, “মন পরিবর্তন এবং বিশ্বাস করা পর্যন্ত,” আর আরও আগে পর্যন্ত, আর আমি ওখান পর্যন্ত পড়লাম যেখানে লেখা ছিল, “কারণ যে ভূমি আপনার উপরে পুনঃ পুনঃ পতিত বৃষ্টি পান করিয়াছে, আর যাহাদের নিমিত্ত উহা চাষ করা গিয়াছে, তাহাদের জন্য উপযুক্ত ঔষধি উৎপন্ন করে, তাহা ঈশ্বর হইতে আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যদি কাটাবন ও শ্যাকুল উৎপন্ন করে, তবে তাহা অকর্মণ্য

ও শাপের সমীপবর্তী, জ্বলনই তাহার পরিণাম।” আর ওহ, ওই কথাটি আমাকে কাপিয়ে দিয়েছিল!

121 আর আমি ভাবলাম, “প্রভু, আপনি কি আমায় কোন দর্শন দিতে চলেছেন অথবা কি ব্যাপার...” আমি ওখানে উপরে অন্য একটি কথা জিঙ্ক্সেস করতে গিয়েছিলাম।

122 তারপর আমি হঠাৎ দেখলাম আমার সামনে সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুরছে, আর সবকিছু যেন চাকতির মত হয়ে যাচ্ছে। আর ওখানে সাদা বস্ত্র পরা একটি মানুষ ছিল, এই ভাবে বীজ বপন করছিল। আর যখন সে গেল, ঠিক যখনই পাহাড়ের উপরে চলে গেল, তার পেছন পেছন কালো বস্ত্র পরা আরেকজন মানুষ এল, তার মাথা নিচের দিকে ছিল, সেও বীজ বপন করছিল। আর যখন ভালো বীজ বৃদ্ধি পেয়ে উপরে এল, তো সেটা গমের বীজ ছিল, আর যখন খারাপ বীজ বৃদ্ধি পেয়ে ওপরে এল, তখন তা কাটাবন ও শ্যাকুল ছিল।

123 আর পৃথিবীতে এক বড় ক্ষুরা এল, আর গম তার মাথা নীচে বুকিয়ে ছিল, প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, জল চাইছিল। আর আমি অনেকগুলো লোককে নিজেদের হাতকে ওপরের দিকে তুলে রাখতে দেখলাম, ঈশ্বরের কাছে জল পাঠানোর জন্য প্রার্থনা করছিল। আর তারপর আমি কাটাবন ও শ্যাকুলের দিকে তাকালাম, ওগুলোর মাথা নীচে ঝাঁকানো ছিল, জলের জন্য নীচে ঝাঁকানো ছিল। আর ঠিক তখনই একটি বড় মেঘ সেখানে এল আর মুষলধারায় বৃষ্টি নেমে এল। আর যখন এরকম হল, ছোট গম যা একেবারে ঝুঁকে গিয়েছিল, সে এরকম করে উঠল, “হুশশ”, আর উপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ছোট কাটাবন ও শ্যাকুল যা ঠিক তার পাশেই ছিল, সেটিও এরকম করে উঠল, “হুশশ”, ঠিক উপরে খাড়া হয়ে গেল।

আমি ভাবলাম, “আচ্ছা, এটি কিরকম ব্যাপার?”

124 তারপর সেই কথাটি আমি বুঝতে পারলাম। সেই কথাটি এটিই ছিল। একই বৃষ্টি যা গমকে উৎপন্ন করে, তা কাটাবন ও শ্যাকুলকেও উৎপন্ন করে। আর সেই পবিত্র আত্মা লোকেদের সমাগমে নেমে আসতে পারে, আর কপটিদেরকে ঠিক সেভাবেই আশীর্বাদ করতে পারে যেমন সে অন্য ব্যক্তিদেরকে আশীর্বাদ দেয়। যীশু বলেছেন, “তোমরা ফল দ্বারা গাছকে চিনবে।” এইজন্য নয় যে সে চিৎকার করে, অথবা সে আনন্দিত হয়, কিন্তু, “তোমরা ফল দ্বারা গাছকে চিনবে।”

125 আমি বললাম, “আপনি সেই স্থিতিতে আছেন।” “প্রভু, আমি বুঝতে পেরে গেছি।” আমি বললাম, “তাহলে বাস্তবেই তা সত্য।” এই ব্যক্তি... আপনাদের কাছে ঈশ্বরকে না জানলেও দান বরদান থাকতে পারে।

126 অতএব তারপর আমি—আমি অন্য ভাষায় কথা বলার ব্যাপারে অনেক বেশী সমালোচনা করতে লাগলাম, আপনারা বুঝলেন। কিন্তু একদিন আবার, প্রভু সেই বিষয়টি আমার ওপর আবার প্রকাশ করলেন!

127 আমি নদীর মধ্যে, ওহিও নদীতে আমার দ্বারা পরিবর্তিত লোকেদেরকে যাদেরকে আমি প্রথমবার পরিবর্তিত করেছিলাম, তাদের বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলাম, আর যখন সতেরো নম্বর ব্যক্তিকে বাপ্তিস্ম দিচ্ছিলাম, আর আমি বাপ্তিস্ম দিতে আরম্ভ করেছিলাম, তারপর আমি বললাম, “পিতা, যখন আমি এই ব্যক্তিকে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি, আপনি একে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দিন।” আমি সেই ব্যক্তিকে জলের ভেতর—টোকাতে শুরু করলাম।

128 আর ঠিক তখনই ওপরে স্বর্গ থেকে দ্রুত গতিতে ঘুরতে ঘুরতে কিছু নেমে এল, আর এখানে সেই আলো নেমে এল যা নীচে চমকাচ্ছিল। নদীর পাড়ে জুন মাসে দুপুর ঠিক দুটোর সময় কয়েক শত লোক দাড়িয়েছিল। আর সেটি ঠিক আমার ওপরে যেখানে আমি ছিলাম, সেখানে এসে থেমে গেল। ওখান থেকে একটি আওয়াজ এল, আর বলল, “যেভাবে যোহন বাপ্তাইজক খ্রিষ্টের প্রথম আগমনের আগে অগ্রগমন করেছিল, তোমার কাছে...সুসমাচার আছে যা খ্রিষ্টের দ্বিতীয় আগমনের আগে অগ্রগমন করবে।” আর সেটি এভাবে হল যে সেই কথাটি আমার ভেতরে মৃত্যুর ভয়ের মত উৎপন্ন করে দিয়েছিল।

129 আর আমি ফিরে গেলাম, আর সেই সব লোকেরা যারা ওখানে ছিলেন, যারা ঢলাইয়ের কাজ করত আর তারা সকলে, ওষুধ ওয়ালা আর তারা সকলে যারা ওখানে ছিলেন। আমি প্রায় দুশো অথবা তিনশো লোককে সেই দুপুরে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলাম। আর ওনারা যখন আমাকে বাইরে বের করলেন, আমাকে জল থেকে বাইরে বের করলেন, পরিচারকেরা এবং সেই লোকেরা ওপরে গেলেন, ওনারা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, “সেই আলোটির অর্থ কি ছিল ?”

130 গিল্ট এজ ব্যাপটিস্ট মণ্ডলী আর লোণ স্টার মণ্ডলী থেকে একটি বড় অশ্বেত লোকদের একটি দল সেখানে ছিল, আর অনেক লোক যারা ওখানে ছিলেন, যখন ওনারা ওই বিষয়টি হতে দেখলেন তখন তারা চেপ্তাতে লাগলেন, লোকেরা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন।

131 একটি মেয়েকে আমি সেখানে নৌকা থেকে বাইরে বের করবার চেষ্টা করছিলাম, সে সেখানে সাতারের বস্ত্র পরে বসে ছিল, যে মণ্ডলীতে একজন সান্ডে স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন, আর আমি বললাম, “মার্জি, তুমি কি বাইরে বের হবে না ?”

সে বলল, “বিলি, আমার বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।”

132 আমি বললাম, “এটি ঠিক কথা, তোমার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমার কাছে সুসমাচারের জন্য পর্যাণ্ড সম্মান আছে যে আমি সেই জায়গা থেকে বাইরে বেরিয়ে যাই যেখানে আমি বাপ্তিস্ম দিচ্ছি।”

সে বলল, “আমার বাইরে বের হওয়ার প্রয়োজন নেই।”

133 আর যখন সে ওখানে বসে ছিল, আমার বাপ্তিস্ম দেওয়ার ব্যাপারে সে উপহাস ওড়াচ্ছিল আর হাসছিল কারন সে বাপ্তিস্ম দেওয়াকে বিশ্বাস করত না, অতএব যখন প্রভুর দূত নীচে নেমে এলেন, তখন সে তার নৌকায় আগে পড়ে গেল। আজকে সেই মেয়ে পাগলাগারদে আছে। অতএব আপনি কেবল ঈশ্বরের সাথে ছেলেখেলা করতে পারেন না। বুঝলেন ? এখন, পরবর্তীকালে, একটি সুন্দর মেয়ে সে পরবর্তীকালে সুবা পান করতে শুরু করলো, তাকে বিয়ারের—বিয়ারের বোতল দিয়ে মারা হয়েছিল, তার সমস্ত চেহারা কেটে গিয়েছিল। ওহ, কত ভয়ানক দেখতে এক স্ত্রী হয়ে গিয়েছিল সে। আর সেখানে এই ব্যাপারটি ঘটিত হয়েছিল।

134 আর তারপর জীবনের সকল সময়ে আমি সেই ব্যাপারটি ঘটতে দেখেছি, ওটা চলতে থাকতে দেখেছি, সেই দর্শনগুলো দেখেছি, যে কিভাবে ওই ব্যাপারগুলো ঘটে। তারপর, কিছু সময় পরে, সেই ব্যাপারটি আমায় আরও অধিক সমস্যা দিতে লাগলো, আর প্রত্যেকজন আমায় বলছিল যে এটি ঠিক নয়। আর আমি আমার পুরনো থাকার জায়গায় গেলাম যেখানে আমি চলাফেরা করতাম, ওখানে ওপরে যেখানে আমি প্রার্থনা করতাম। আর আমি...এতে কোন প্রভাব পড়লো

না যে আমি যতই প্রার্থনা করি না কেন যে এই ব্যাপারটি আমার কাছে আর ফিরে না আসে, কিন্তু সেটি আবার ফিরে আসতো। আর অতএব আমি—আমি ইন্ডিয়ানা রাজ্যে বন্য প্রাণীর তত্ত্বাবধায়করূপে কর্মরত ছিলাম। আমি ভেতরে এলাম, সেখানে একজন ব্যক্তি বসেছিলেন, যিনি আমার আরাধনালয়ে যিনি পিয়ানো বাজান তার ভাই ছিলেন। আর উনি বললেন, “বিলি, তুমি কি আমার সাথে মেডিসন পর্যন্ত গাড়ী করে এই দুপুরে যাবে?”

আমি বললাম, “আমি যেতে পারব না, আমাকে বনাঞ্চল পর্যন্ত যেতে হবে।”

135 আর আমি... কেবল নিজের ঘরে এলাম আর বেল্ট খুললাম... বন্দুকের বেল্ট আর নিজের জিনিসগুলো খুললাম, আর আমার হাতা গুটিয়ে নিলাম। আমরা দুটি ঘর বিশিষ্ট বাড়িতে থাকতাম, আর আমি চান করতে যাচ্ছিলাম, আর নিজের খাবার বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আর আমার চান হয়ে গিয়েছিল, আর ঘরের অন্য দিকে হাটাচলা করছিলাম, একটি—একটি বড় মেপল গাছের নীচে, আর হঠাৎ কিছু একটা “হ্‌স!” করে চলে গেল আর আমি প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিলাম। আর আমি দেখলাম, আর আমি জানতাম যে এটা ওটাই ছিল আরও একবার।

136 আমি সেই সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম, আর সে তার গাড়ী থেকে লাফিয়ে দৌরে আমার কাছে এল, বলল, “বিলি, তুমি কি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছ?”

আমি বললাম, “না মহাশয়।”

সে বলল, “বিলি, কি হয়েছে?”

137 আর আমি বললাম, “আমি জানি না।” আমি বললাম, “ভাই, এগিয়ে যাও, সব ঠিক আছে। ধন্যবাদ।”

138 আমার স্ত্রী বেরিয়ে এল আর এক কলস জল নিয়ে এল, সে বলল, “প্রিয়, কি হয়েছে?”

আমি বললাম, “প্রিয়, কিছুই হয় নি।”

139 অতএব সে বলল, “এখন তুমি এসে পড়, রাতের খাবার তৈরি আছে,” আর সে তার হাত আমার চারদিকে দিয়ে দিল, আমায় ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলো।

140 আমি বললাম, “প্রিয়, আমি—আমি তোমায় কিছু বলতে চাই।” আমি বললাম, “তুমি ওনাদের ফোন করে দাও আর ওনাদের বলে দাও যে আমি এই বিকেলে ওখানে আসতে পারবো না।” আমি বললাম, “মেডা, প্রিয়,” আমি বললাম, “আমি আমার হৃদয়ে জানি যে আমি যীশু খ্রিষ্টকে ভালবাসি। আমি জানি যে আমি মৃত্যু থেকে পার হয়ে জীবনে প্রবেশ করে ফেলেছি। কিন্তু আমি এটা চাই না যে শয়তানের আমার সাথে কোন কারবার থাকুক।” আর আমি বললাম, “আমি এভাবে চলতে পারি না, আমি একজন বন্দি।” আমি বললাম, “সবসময় যখন এই ব্যাপারগুলো, এই ধরনের ব্যাপারগুলো ঘটতে থাকে, আর দর্শনগুলো আসতে থাকে, আর ওভাবে চলতে থাকে। বা এসব যা কিছু হয়।” আমি বললাম, “এগুলো আমার সাথে হয়।” আমি জানতাম না যে এগুলো দর্শন ছিল। আমি সেটাকে দর্শন বলিনি। আমি বলেছিলাম, “ওটা একরকম অর্ধ চেতনার অবস্থাতে যাওয়া হয়,” আমি বললাম, “আমি জানি না যে এটি কি। আর প্রিয়, আমি—

আমি—আমি সেই বিষয়টির সাথে সময় নষ্ট করতে চাই না, তারা—তারা আমায় বলে যে ওটা শয়তান হতে। আর আমি প্রভু যীশুকে ভালবাসি।”

141 “ওহ,” সে বলল, “বিলি, লোকেরা তোমায় কি বলে তোমার সেটা শোনা উচিত নয়।”

142 আমি বললাম, “কিন্তু, প্রিয়, অন্যান্য প্রচারকদের দেখো।” আমি বললাম, “আমি—আমি ওই ব্যাপারটি চাই না।” আমি বললাম, “আমি জঙ্গলে নিজের জায়গায় যাচ্ছি। আমার কাছে প্রায় পনের ডলার আছে, তুমি বিলির দেখাশোনা করো।” বিলি তখন এক ছোট বালক ছিল, এক ছোট ছেলেই ছিল। আমি বললাম, “তুমি—তুমি নিয়ে নাও...কিছু সময়ের জন্য তোমার আর বিলির জন্য যথেষ্ট আছে। ওনাদের ফোন করে দাও আর বলে দাও যে হয়ত আমি—আমি কাল ফিরে আসব, অথবা কখনও ফিরে নাও আসতে পারি। যদি আমি আগামী পাঁচ দিনের মধ্যে ফিরে না আসি, তবে আমার জায়গায় কোন ব্যক্তিকে রেখে দিতে বলে দিও।” আর আমি বললাম, “মেডা, আমি ওই জঙ্গল থেকে ততক্ষন ফিরে আসব না যতক্ষন না ঈশ্বর আমার সাথে এই প্রতিজ্ঞা না করেন যে ওই ব্যাপারগুলো আমার থেকে দূর করে দিবেন আর ওই ব্যাপারগুলো আর কখনই আমার সাথে আর হতে দেবেন না।” একবার সেই অজ্ঞানতার বিষয়ে ভাবুন তো যেটাতে কোন ব্যক্তি কখনও থাকতে পারে।

143 আর সেই রাতে আমি সেখানে ওপরে গেলাম। সেই ছোট পুরনো কুঠুরিতে ফিরে গেলাম কারন সেটা পরের দিন ছিল; একরকমভাবে দেরি হয়ে গিয়েছিল। পরের দিন আমি আমার ক্যাম্পে যাওয়ার কথা ছিল, যেটি সেখানে ওপরে ছিল... সেই পাহাড়ের থেকে আরও আগে, বরং ওই পাহাড়ে, আর সেই জঙ্গলে যাওয়ার কথা ছিল। আমি এটা বিশ্বাস করি না যে এফ.বি.আই ও কখনও আমাকে ওখানে খুঁজে পেত। অতএব এই ছোট পুরনো কুঠুরিতে...আমি সারা দুপুর আর অন্ধকার হওয়ার আগে পর্যন্ত, প্রার্থনা করতে থাকলাম। আমি প্রার্থনার সাথে বাইবেলের সেই জায়গাটি পড়ছিলাম যেখানে লেখা ছিল, “ভবিষ্যৎবক্তার আত্মা তার বশে থাকে।” আমি সেই বিষয়টি বুঝতে পারিনি। অতএব সেই ছোট কুঠুরিতে অনেক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিলো।

144 যেখানে আমি মাছ ধরতাম তখন আমি একটি ছোট বালক ছিলাম, ওখানে আমার কাছে মাছ ধরার একটি ছোট কাটা ছিল, আর আমি সেখানে যেতাম আর সারা রাত সেখানেই থাকতাম। কেবল ছোট একটি ভাঙ্গাচোরা কুঠুরি সেখানে ছিল, সেটা অনেক বছর ধরে ছিল। ওরকম অবস্থায় আসার আগে নিশ্চয়ই কোন ভারতে সেটা নিয়েছিল হয়ত।

145 আর অতএব আমি—আমি সেখানে কেবল অপেক্ষা করছিলাম। আর আমি ভাবলাম, “আচ্ছা।” সকাল আটটা বেজে গেল, দুটো বেজে গেল, তিনটে বেজে গেল, আমি মেঝেতে সামনে পেছনে যাওয়া আসা করছিলাম। আমি সেখানে একটি ছোট টুলের ওপর বসে পড়লাম, একটি ছোট টুল...টুল নয়, কোন জিনিস দিয়ে বানানো একটি ছোট বাক্স। আর আমি সেখানে বসে পড়লাম, আর আমি ভাবলাম, “ওহ ঈশ্বর, আপনি আমার সাথে এমনটা কেন করলেন?” আমি বললাম, “পিতা, আপনি জানেন যে আমি আপনাকে প্রেম করি। আর আমি—আমি—আমি শয়তান দ্বারা কবলিত হতে চাই না। আমি চাই না যে এই

ব্যাপারগুলো আমার সাথে হয়। অনুগ্রহ করে ঈশ্বর আমার সাথে এরকম হতে দিবেন না।”

146 আমি বললাম, “আমি—আমি আপনাকে প্রেম করি। আমি নরকে যেতে চাই না। আমার প্রচার করা, চেষ্টা, আর প্রচেষ্টা করে কি লাভ, যদি আমি ভুল হয়ে থাকি? আর আমি কেবল নিজেকেই নরকে নিয়ে যাচ্ছি না, আমি অন্যান্য হাজার হাজার লোকেদের পথভ্রষ্ট করছি।” বা সেই দিনগুলোতে কয়েকশো লোক হবে। আর আমি বললাম...আমার কাছে একটি বড় সেবাকার্য ছিল। আর আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি—আমি চাই না যে এই ব্যাপারগুলো আমার সাথে আর কখনও হয়।”

147 আর আমি সেই ছোট টুলের ওপর বসে পড়লাম। আর আমি কেবল বসে ছিলাম, ওহ, একরকম এইস্থিতিতে, ব্যাস ওই ভাবে বসে ছিলাম। আর, হঠাৎ, আমি ঘরের ভেতর একটি আলোকে মিটমিট করতে দেখলাম। আর আমি ভাবলাম যে কেউ টর্চ নিয়ে আসছে। আর আমি চারদিকে দেখলাম, আর আমি ভাবলাম, “আচ্ছা...” আর এখানে ঠিক আমার সামনে তিনি ছিলেন। আর মেঝেতে পুরনো কাঠের তক্তা ছিল। আর ঠিক ওখানে আমার সামনেই তিনি ছিলেন। সেখানে কোনায় একটি ছোট পুরনো ঢাক চুলা ছিল, যার ওপরের ভাগটি ভেঙ্গে সেটার থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল। আর—আর ঠিক সেখানে ভেতরে মেঝের ওপর একটি আলো ছিল, আর আমি ভাবলাম, “এটি কোথা থেকে আসছে? আচ্ছা, এতো আসতে পারে না...”

148 আমি চারদিকে দেখলাম। আর এখানে সেটি আমার ওপরে ছিল, সেই আলোটি ঠিক আমার ওপরে ছিল, এই ভাবে ঝুলে ছিল। আগুনের মত চক্কর লাগাছিল, একরকমের চমকদার হলুদ রঙের ছিল, আর “হুস হুস হুস” করে এইভাবে চলছিল। আর আমি সেটির দিকে দেখলাম। আমি ভাবলাম, “এটি কি জিনিস?” এখন, ওটি আমায় ভীত করে ফেলেছিল।

149 আমি কাউকে আসতে শুনলাম, [ভাই ব্রানহাম একজনের হেঁটে আসার নকল করে দেখান—সম্পা.] তিনি কেবল চলছিলেন, তিনি খালি পায়ে ছিলেন। আর আমি এক ব্যক্তির পা ভেতরে আসতে দেখলাম। ঘরে অন্ধকার ছিল, কেবল সেই জায়গাটি ছাড়া যেখানে সেটি চমক দিচ্ছিল, সমস্ত জায়গায় অন্ধকার ছিল। আর যখন তিনি ঘরে এলেন, তিনি হেঁটে এসেছিলেন, তিনি...তিনি এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি দুশো পাউন্ড ওজনের দেখাচ্ছিলেন। ওনার হাত এভাবে ভাজ করা ছিল। এখন, আমি এই বিষয়টি পূর্বে ঘূর্ণি ঝড়ের মধ্যে দেখেছিলাম, আমি তাকে আমার সাথে কথাবার্তা করতে শুনেছিলাম, আর তাকে আলোরূপে দেখেছিলাম, কিন্তু এবার প্রথমবার আমি তাকে তার স্বরূপে দেখলাম। তিনি আমার অনেক কাছে পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন।

150 আচ্ছা, বন্ধুগন আমি এই কথাটি সততার সাথে বলছি, আমি—আমি ভাবলাম যে আমার হৃদয় কাজ করা বন্ধ করে দিবো। আমি...কেবল কল্পনা করুন! আপনারা নিজেদেরকে ওই অবস্থায় রেখে দেখুন, এটি আপনার মধ্যেও ওরকম ভাবনাকে নিয়ে আসবে। হতে পারে যে আপনি রাস্তায় আমার থেকেও আগে আছেন, হতে পারে আপনারা আমার থেকেও অনেক বেশী সময় ধরে খ্রিষ্টান আছেন, কিন্তু এই বিষয়টি আপনাদেরকেও ওরকম অনুভব করাবে। কারণ কয়েকশো কয়েকশো বার ওনার সাথে সাক্ষাতের পরে, যখন উনি আমার কাছে



আসেন, তো এই বিষয়টি আমাকে স্তম্ভিত করে দেয়। কখনও কখনও এতটা পর্যন্ত যে আমায় তা... আমি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান হয়ে যাই, অনেকবার যখন আমি মঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসি, আমি কেবল এতো অধিক দুর্বল হয়ে যাই। যদি আমি অনেক সময় পর্যন্ত এভাবে থাকি, আমি পূর্ণরূপে অজ্ঞান হয়ে যাব। ওনারা আমায় গাড়িতে করে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত নিয়ে চলেন, আর আমি জানতে পারি না যে আমি কোথায় ছিলাম। আর আমি ওই ব্যাপারটি বুঝে উঠতে পারি না। আপনারা বাইবেলে এখানে পড়ুন, আর এটি ওই বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেবে যে এটি কি জিনিস। বাক্য এরকমই বলে।

151 অতএব আমি ওখানে বসে ছিলাম আর তার দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি— আমি এইভাবে আমার হাতগুলো উপরে উঠিয়ে রেখেছিলাম। আর তিনি ঠিক আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আর অতি মনোহর দেখাচ্ছিলেন। কিন্তু তার বাস্তবিক গভীর আওয়াজ ছিল, আর উনি বললেন, “ভয় পেও না, আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রেরিত হয়েছি।” আর উনি সেই আওয়াজে কথা বললেন, এটি সেই আওয়াজটিই ছিল যিনি আমার সাথে তখন কথা বলেছিলেন যখন আমি দুবছর বয়স্ক ছিলাম। আর আমি ভাবলাম, “এখন...”

152 আর এটি শুনুন। এখন বার্তালাপটি শুনুন। আমি তাকে যত ভালোভাবে হতে পারে এক এক শব্দকে যতোটা আমি জানি, আমি আপনাদের বলব, কারণ আমি খুবই কষ্টে সেই ব্যাপারগুলো স্মরণ করতে পারি।

153 উনি... আমায় বললেন... ওনার দিকে এভাবে তাকালাম। উনি বললেন, “ভয় পেয় না,” আমি কেবল চুপ হয়ে ছিলাম, বললেন, “আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট হতে তোমায় এটি বলবার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে তোমার অদ্ভুত জন্ম...” যেমন আপনারা এটি জানেন যে আমার জন্ম ওখানে ওপরে কিভাবে হয়েছিল। ওই আলোটিই আমার ওপর এসে থেমে গিয়েছিল যখন আমার জন্ম হয়েছিল। আর অতএব উনি বললেন, “তোমার অদ্ভুত জন্ম এবং তোমার জীবনকে ভুল বুঝা, এটা ইশারা করছে যে তুমি সারা দুনিয়ায় যাবে আর অসুস্থদের জন্য প্রার্থনা করবে।” আর বললেন, “তারা যাই বলুক তার চিন্তা না করে...” আর উনি উল্লেখ করলেন। ঈশ্বর, যিনি আমার বিচারক, তিনি জানেন। যে উনি “ক্যাম্পার” কথাটির উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, “কিছুই না... যদি তুমি লোকেদেরকে তোমার ওপর বিশ্বাস করাতে পার, আর যদি তুমি প্রার্থনা করবার সময় আন্তরিক থাক, কোন কিছুই তোমার প্রার্থনার সামনে দাঁড়াতে পারবে না, এমনকি ক্যাম্পারও পারবে না।” বুঝলেন, “যদি তুমি লোকেদের তোমার ওপর বিশ্বাস করাতে পার।”

154 আর আমি দেখলাম যে উনি আমার শত্রু ছিলেন না, উনি তো আমার মিত্র ছিলেন। আর আমি এটা জানি না যে আমার—আমার কি মৃত্যু হচ্ছিল না কি হচ্ছিল যখন তিনি আমার কাছে ওইভাবে এলেন। আর আমি বললাম, “আচ্ছা মহাশয়,” আমি বললাম, “আমি”, আমি সেই সুস্থতা আর ওইসব দানগুলোর বিষয়ে কি জানতাম? আমি বললাম, “আচ্ছা, মহাশয়, আমি এক—আমি একজন দরিদ্র ব্যক্তি।” আর আমি বললাম, “আমি আমার লোকদের মধ্যে আছি। আমি—আমি আমার লোকদের সাথে থাকি যারা সবাই দরিদ্র। আমি অশিক্ষিত।” আর আমি বললাম, “আর আমি এটি করতে পারবো না, ওরা—ওরা আমায় বুঝবে না।” আমি বললাম, “ওরা আমায়, ওরা আমার কথা শুনবে না।”

155 আর উনি বললেন, “যেমন মোশি ভাববাদীকে দুটি দান বরং চিহ্ন তার সেবাকাজকে প্রমানিত করার জন্য দেওয়া হয়েছিল, সেরকমই তোমাকেও দুটো দান দেওয়া হবে—সেভাবেই তোমারও সেবাকাজকে প্রমানিত করার জন্য তোমাকেও দুটি দান দেওয়া হবে।” উনি বললেন, “ওগুলোর মধ্যে একটি এরকম হবে যে যখন তুমি সেই ব্যক্তির হাত ধরবে যার জন্য তুমি প্রার্থনা করতে যাচ্ছ, নিজের বাম হাত দিয়ে তার ডান হাতটি ধরবে,” আর বললেন, “তারপর শুধু শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আর এরকম হবে...তোমার শরীরে একটি শারীরিক প্রভাব পরবে যা তোমার শরীরে হবে।” আর বললেন, “তারপর তুমি প্রার্থনা করবে। আর যদি সেটি বন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই রোগ সেই অসুস্থ ব্যক্তি হতে চলে যাবে। যদি এরকম না হয়, তবে কেবল আশীর্বাদ চেও আর চলে যেও।”

“আচ্ছা”, আমি বললাম, “মহাশয়, আমি ভয় পাচ্ছি যে তারা আমায় গ্রহন করবে না।”

156 উনি বললেন, “আর দ্বিতীয় কথাটি হল, যদি তারা ওই বিষয়টি না শুনে, তবে তারা এটাকে শুনবে।” বললেন, “তারপর এমন ঘটিত হবে যে তুমি তাদের মনকে, তাদের গোপন চিন্তাকে জানতে পারবে।” বললেন, “তারা এটি শুনবে।”

157 “আচ্ছা,” আমি বললাম, “মহাশয়, এইজন্য আজ রাতে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। আমায় আমার প্রচারকরা বলেছিলেন যে এইসব ব্যাপার যেগুলো আমার কাছে আসতে থাকে এগুলো ভুল।”

158 উনি বললেন, “তুমি এই পৃথিবীতে এই উদ্দেশ্যেই জন্মেছ।” (বুঝলেন, “ইশ্বরের অনুগ্রহদান অনুশোচনা রহিত।”) উনি বললেন, “তোমার জন্ম এই পৃথিবীতে এই উদ্দেশ্যেই হয়েছিল।”

159 আর আমি বললাম, “আচ্ছা মহাশয়,” আমি বললাম, “আমার প্রচারকেরা আমায় বলেছিল যে—যে এটা মন্দ আত্মা হতে হচ্ছে।” আর আমি বললাম, “তারা...এই জনগণই আমি এখানে প্রার্থনা করছি।”

160 আর এখানে সেই বিষয়টি আছে যার প্রসঙ্গ তিনি আমায় করলেন। উনি আমায় যীশু খ্রিষ্টের প্রথম আগমনের বিষয়ে বললেন। আর আমি বললাম...

161 বন্ধুগন, অদ্ভুত ব্যাপারটি এই ছিল যে...আচ্ছা, আমি এক মিনিটের জন্য এখানে একটু থামবো, পেছনে যাব। যেই কথাটি আমায় আরও ভীত করে তুলেছিল যে প্রত্যেকবার যখন আমার সাক্ষাৎ ভাগ্যপরীক্ষকদের সাথে হত, তারা কোন বিষয়কে চিনে ফেলত যে কিছু ব্যাপার ঘটত হয়েছে। আর সেই কথাটি কেবল...এই কথাটি আমায় প্রায় মেরেই ফেলত।

162 উদাহরনরূপে, এক দিন আমার কাকাতো ভাই আর আমি একটি—একটি মেলাতে গিয়েছিলাম, আর আমরা কেবল বালকই ছিলাম। আর সেখানে এক ছোট ভাগ্যপরীক্ষক মহিলা সেই তাম্বুগুলোর মধ্যে একটির বাইরে বসে ছিল, সে এক যুবতী মহিলা ছিল, দেখতে এক সুন্দরী যুবতী মহিলা ছিল, সে ওখানে বসে ছিল। আর আমরা সবাই যাচ্ছিলাম, কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে বলল, “তুমি, এক মিনিটের জন্য এখানে এস।” আর আমরা তিনজন ছেলে পেছনে ফিরে তাকালাম। আর সে বলল, “তুমি যে ডোরাকাটা সোয়েটার পরে আছ।” সেটা আমিই ছিলাম।

163 আর আমি বললাম, “হ্যাঁ মহাশয়া ?” আমি ভাবলাম যে হয়ত সে চায় যে আমি যেন গিয়ে তার জন্য কোন কোক, বা ওই ধরনের কিছু জিনিস নিয়ে আসি। আর সে এক—এক সুন্দরী যুবতী মহিলা ছিল, হয়ত কুরি বছরের কিছুটা বেশী বয়সি ছিল, অথবা কিছুটা ওই বয়সেরই ছিল, সে ওখানে বসে ছিল। আর আমি তার কাছে হেঁটে গেলাম, আমি বললাম, “হ্যাঁ, মহাশয়া, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি ?”

164 আর সে বলল, “যদি এরকম বলা যায় যে, তুমি কি জান যে একটা আলো তোমার পেছনে পেছনে যায় ? তোমার জন্ম কোন নিশ্চিত চিহ্নের নীচে হয়েছিল।”

আমি বললাম, “আপনি কি বলতে চাইছেন ?”

165 সে বলল, “আচ্ছা, তোমার জন্ম কোন নিশ্চিত চিহ্নের নীচে হয়েছিল। একটি আলো আছে যা তোমার পেছন পেছন চলে। তোমার জন্ম কোন দৈব আশ্বানের জন্য হয়েছিল।”

আমি বললাম, “মহিলা, এখান থেকে দূরে চলে যাও !”

166 আমি চলতে আরম্ভ করলাম কারন আমার মা সবসময় আমায় বলতেন যে ওইসব জিনিসগুলো, ওইসমস্ত লোকেরা শয়তান হতে হয়। তিনি ঠিক বলতেন। অতএব আমি... ওই বিষয়টি আমায় ভীত করে তুলেছিল।

167 আর একদিন যখন আমি বনে কর্মরত ছিলাম, পশুদের কল্যাণের বিষয়টি দেখতাম, আমি একটি বাসে করে যাচ্ছিলাম। আর আমি বাসে চড়ে গেলাম। সবসময়ই আমি আত্মা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেতাম। আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আর এই খালাসি ঠিক আমার পেছনে ছিল। আমি চৌকি দিতে যাচ্ছিলাম, আর আমি হেনরিবিলে বনপ্রান্তে যাচ্ছিলাম, আমি বাসে বসে ছিলাম। আমি কোন রকমের একটি অদ্ভুত বিষয়কে অনুভব করছিলাম। আমি সেখানে চারদিকে তাকালাম, আর সেখানে ভালো কাপড় পরিহিত এক—এক মোটাসোটা মহিলা বসে ছিল। সে বলল, “আপনি কেমন আছেন ?”

বলল, “আপনি কেমন আছেন !”

168 আমি ভেবেছিলাম যে উনি কেবল একজন মহিলা যে কথা বলছিল, অতএব আমি কেবল...সে বলল, “আমি তোমার সাথে এক মিনিট কথা বলতে চাই।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ মহাশয়া ?” আমি পেছনে ঘুরলাম।

সে বলল, “তুমি কি জান যে তোমার জন্ম কোন এক চিহ্নের সময়ে হয়েছিল ?”

169 আমি ভাবলাম, “এটি সেই হাস্যকর মহিলাগুলোর মধ্যে একজন মহিলা হবো।” অতএব আমি কেবল বাইরে দেখলাম। অতএব আমি কোন শব্দই আর বললাম না, কেবল আমি...

170 সে বলল, “আমি কি তোমার সাথে এক মিনিট কথা বলতে পারি ?” আমি কেবল...চুপ হয়ে থাকলাম, সে বলল, “এরকম ব্যবহার করো না।”

171 আমি কেবল সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আমি ভাবলাম, “এটি ভদ্র লোকের মত ব্যবহার নয়।”

সে বলল, “আমি তোমার সাথে কিছু সময়ের জন্য কথা বলতে চাই।”

172 আমি কেবল সামনে তাকিয়ে থাকলাম, আর আমি তার দিকে বেশী ধ্যান দিলাম না। আমি সাথে সাথেই ভাবলাম, “আমি বিশ্বাস করি এই মহিলা বাকি সেইসব লোকদের মত নিশ্চই করবে না।” আমি পেছনে ঘুরে দাঁড়ালাম, আমি ভাবলাম, “ওহ আমার ঈশ্বর! এই কথাটি আমায় কাপিয়ে দিত, আমি জানি।” কারন আমি ওই কথাটি চিন্তা করতে ঘৃণা করতাম। আমি পেছনে ঘুরে দাঁড়ালাম।

173 সে বলল, “হয়ত এই ব্যাপারটা আমি তোমায় ভালো করে বোঝাতে পারবো।” সে বলল, “আমি একজন জ্যোতিষী।”

আমি বললাম, “আমি ভেবেছিলাম যে আপনি ওই ধরনেরই কোন মহিলা হবেন।”

174 সে বলল, “আমি শিকাগোতে নিজের ছেলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি যে একজন ব্যাপটিস্ট সেবক।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ মহাশয়া।”

175 সে বলল, “কেউ কি তোমায় বলেছে যে তোমার জন্ম একটি চিহ্নের সময়ে হয়েছিল।”

176 আমি বললাম, “না মহাশয়া।” আমি তাকে সেখানে মিথ্যা বললাম, বুঝলেন, আর আমি বললাম...কেবল এটা দেখতে চাইছিলাম যে সে আমায় কি বলতে চলেছে। আর সে বলল...আমি বললাম, “না মহাশয়া।”

আর সে বলল, “এরকম নয় কি...সেবকেরা কি কখনও এই কথাটি তোমায় বলেছে?”

আমি বললাম, “আমার সেবকদের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।”

আর সে বলল, “উহ।”

আর আমি বললাম যে...সে—সে আমায় বলল...আমি বললাম, “আচ্ছা...”

177 সে বলল, “যদি আমি তোমাকে ঠিক ঠিক বলে দিই যে তোমার জন্ম কোথায় হয়েছিল, তাহলে কি তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে?”

আমি বললাম, “না মহাশয়া।”

আর সে বলল, “আচ্ছা, আমি তোমায় বলে দিতে পারি যে তোমার জন্ম কবে হয়েছিল।”

আমি বললাম, “আমি এটি বিশ্বাস করি না।”

178 আর সে বলল, “তোমার জন্ম এপ্রিল ৬, ১৯০৯ সালের সকাল পাঁচটার সময় হয়েছিল।”

179 আমি বললাম, “এটি ঠিক কথা।” আমি বললাম, “আপনি এটা কিভাবে জানলেন?” আমি বললাম, “এই খালাসিকে বলুন তো ইনার জন্ম কবে হয়েছিল।”

বলল, “আমি বলতে পারবো না।”

আর আমি বললাম, “কেন? আপনি কিভাবে জানেন?”

180 বলল, “দেখুন মহাশয়া।” সে বলল, এখন সে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিষয়ে কথা বলতে আরম্ভ করে দিল, আর সে বলল, “প্রত্যেকটি এতো বছর পর...” বলল,

“তোমার মনে পরে যখন প্রভাতীয় তাঁরা এসেছিল, যা পণ্ডিতদেরকে যীশুর কাছে নিয়ে এসেছিল?”

181 আর আমি একটু থামলাম, আপনারা জানেন, আমি বললাম, “আচ্ছা, আমি ধর্মের ব্যাপারে কিছুই জানি না।”

182 আর সে বলল, “আচ্ছা, তুমি কি শুনেছ যে পণ্ডিতরা যীশুর কাছে এসেছিল।”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

আর সে বলল, “আচ্ছা, সেই পণ্ডিতরা কারা ছিলেন?”

“ওহ,” আমি বললাম, “তারা কেবল পণ্ডিত ছিল, আর আমি ব্যাস এটাই জানি।”

183 সে বলল, “আচ্ছা, কারা পণ্ডিত হয়ে থাকেন?” সে বলল, “তারা তাই যা আমি এখন আছি, এক জ্যোতিষী, তারা তাদের ‘নক্ষত্র দেখনেওয়াল’ বলে থাকে।” আর সে বলল, “তুমি জান, ঈশ্বর পৃথিবীতে কিছু করার আগে, তিনি তা আগে স্বর্গে ঘোষণা করেন, আর তারপর পৃথিবীতে করে থাকেন।”

আর আমি বললাম, “আমি জানি না।”

184 আর সে বলল, “আচ্ছা...” সে দুটো অথবা তিনটি, দু—তিন...তারার নাম বলল যেমন মঙ্গল, ব্রহ্মস্পতি আর শুক্র। বা সেগুলো তারা ছিল না, কিন্তু সে বলল, “ওগুলো একে ওপরের পথ অতিক্রম করে একসাথে এসে গেছিল আর বানিয়েছিল...” বলল, “তিনজন পণ্ডিত যীশুর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিল, আর একজন শেমের বংশের ছিল, আর একজন হামের বংশের ছিল আর অপরজন য়েফতের বংশ থেকে ছিল।” আর বলল, “যখন তারা বৈৎলেহমে একসাথে সাক্ষাত করলো, যে তিনটি তারা হতে তাহারা ছিল...পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তি,” বলল, “তাদের তারার সাথে কিছু সম্বন্ধ থাকে।” বলল, “ওখানে ওই খালাসিকে জিজ্ঞেস করো যখন চাঁদ চলে যায় আর স্বর্গীয় গ্রহ চলে যায়, তখন জোয়ার ভাটা ওদের সাথে ভেতরে বা বাইরে যায় কি না।”

আমি বললাম, “আমার এই কথাটি ওনাকে জিজ্ঞেস করবার দরকার নেই, আমি ওটা জানি।”

185 আর সে বলল, “আচ্ছা, তোমার জন্মের সাথেও ওই ওপরের তারাগুলোর সম্পর্ক আছে।”

আর আমি বললাম, “আচ্ছা, সেটা আমি জানি না।”

186 আর সে বলল, “এখন, এই তিনজন পণ্ডিত এসেছিল।” আর বলল, “যখন সেই তিনটি তারা, যখন সেই...তারা তিনটি আলাদা দিক থেকে এসেছিল আর তারা বৈৎলেহমে সাক্ষাত করেছিল। আর তারা বলেছিল যে তারা খোজ নিয়েছিল আর জিজ্ঞেস করেছিল, আর তারা শেম, হাম আর য়েফতের বংশের লোক ছিল, যারা নোহের তিন পুত্র ছিল।” আর সে বলল, “তারপর তারা এল আর প্রভু যীশুর আরাধনা করলো।” আর বলল, “যখন তারা গিয়েছিল,” বলল, “তারা তার জন্য উপহার নিয়ে এসেছিল আর তাকে দিয়েছিল।”

187 আর বলল, “যীশু খ্রিষ্ট তার নিজ সেবাকাজে বলেছিলেন যে যখন এই সুসমাচার সমস্ত পৃথিবীতে (শেম, হাম আর য়েফতের বংশের কাছে) প্রচারিত

হয়ে যাবে, তিনি তখন আবার ফিরে আসবেন।” আর সে বলল, “এখন, সেই গ্রহগুলো, স্বর্গীয় গ্রহগুলো, যেমন তারা চারদিকে ঘোরাফেরা করে...” বলল, “তারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। তাদেরকে পৃথিবীতে অনেক বছর ধরে জানা যায় নি। কিন্তু” বলল, “এত শত বছর পর তারা নিজেদের পরিক্রমণকে এইভাবে কাটিয়ে আসে।” যদি এখানে কোন জ্যোতিষবিদ থাকতো, আপনারা জেনে যেতেন যে সে কি বিষয়ে কথা বলছিল। আমি জানতে পারলাম না। অতএব যখন সেই কথা... বলল, “ওগুলো এভাবে পরিক্রমণ করে।” আর বলল, “সেই মহান উপহারের স্মরণে যা মনুষ্যজাতিকে কখনও দেওয়া হয়েছিল, যখন ঈশ্বর তার পুত্রকে দিয়ে দিয়েছিলেন। এখন এই গ্রহগুলো একে অপরের পথকে আবার অতিক্রম করছে, কেন,” বলল, “তিনি পৃথিবীতে আরও একটি উপহার পাঠাচ্ছিলেন।” আর বলল, “তোমার জন্ম সেই সময়ে হয়েছিল যখন এই পথ অতিক্রম হচ্ছিল।” আর বলল, “এটাই সেই কারণ যে আমি এই কথাটি জানি।”

188 আচ্ছা, তারপর আমি বললাম, “মহাশয়া, প্রথম কথাটি হল যে আমি ওই বিষয়ে কিছুই বিশ্বাস করি না। আমি কোন ধার্মিক নই আর আমি ওই বিষয়ে আর কোন কথা শুনতে চাই না।” আমি দূরে চলে গেলাম। আর অতএব আমি তার কথাতে অতি শিঘ্রই মাঝখানেই কেটে দিলাম। অতএব আমি বাইরে চলে গেলাম।

189 আর প্রত্যেক বার কোন... আমি তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির কাছে এলে, এরকমই হত। আর আমি ভাবতাম, “ওই শয়তানগুলো এই ধরনের কথা কেন বলে?”

190 তারপর প্রচারকরা বলে, “তারা সব শয়তান! সেগুলো শয়তান।” তারা আমায় এই কথার ওপর বিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিল।

191 আর তারপর সেই রাতে সেখানে ওপরে, আমি উনাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি বললাম, “আচ্ছা, এইসব মাধ্যমরা আর ওই সবেরা ওইভাবে কেন হয়, আর সেই শয়তান-অধিকৃত লোকেরা, যারা সবসময় আমায় ওইসব কথা বলতে থাকে, আর প্রচারকেরা, যারা আমার ভ্রাতা, তারা আমায় এরকম বলে যে ওগুলো সব মন্দ আত্মা হতে?”

192 এখন শুনুন যে উনি কি বললেন, এই ব্যক্তি যার ছবি এখানে ঝুলছে। উনি বললেন, “যেমন তখনকার সময়ে ছিল, ঠিক তেমনি এখনও আছে।” আর উনি আমায় সেই কথাটি উল্লেখ করতে আরম্ভ করলেন, যে, “যখন প্রভু যীশুর সেবাকাজ শুরু হয়েছিল, সেবকেরা বলেছিল, ‘এই সেই বেলসবুল, এই সেই শয়তান;’ কিন্তু শয়তানরা বলেছিল, ‘তিনি ঈশ্বরের পুত্র, ইস্রায়েলের পবিত্রতম ব্যক্তি।’ শয়তানেরা... আর পৌল আর বারনাবাসকে দেখ যখন তারা সেখানে ছিল আর প্রচার করছিল। সেবকেরা বলেছিল, ‘এই লোকেরা জগতকে উলটো পুলটো করে দিচ্ছে। এরা শয়তান, তারা—তারা শয়তান হতো।’ আর সেই ছোট ভবিষ্যৎ বলনেওয়ালি মহিলা যে বাইরে রাস্তায় ছিল, সে এটা জেনে গিয়েছিল যে পৌল আর বারনাবাস ঈশ্বরের লোক ছিল, বলেছিল, ‘এরা ঈশ্বরের লোক যারা তোমাদের জীবনের পথে নিয়ে যায়।’” এটি কি ঠিক কথা? “প্রোত্যাবাদি আর ভবিষ্যৎ বলনেওয়ালারা সব শয়তান চালিত লোক ছিল।”

193 কিন্তু আমরা ধর্মশাস্ত্র জ্ঞানে এত বেশী ফেসে যাই যে আমরা আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান হয়ে যাই। আমি আশা করি আপনারা আমায় এই কথার পরও প্রেম করবেন। কিন্তু এটিই হল ব্যাপার। আমি পেন্টিকোস্টের সম্বন্ধেও বলছি! এটি ঠিক

কথা। কেবল চেপ্তানো আর চারদিকে গিয়ে নাচার অর্থ এই নয় যে আপনি আত্মার সম্বন্ধে সবকিছু জানেন।

194 এটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক যা সামনাসামনি হয়ে থাকে যা আপনার প্রয়োজন। ওই ধরনের মন্তলীকেই ঈশ্বর উপরে নিতে চলেছেন, এটি ঠিক কথা, যখন সে একত্রে আর পরাক্রমে, আত্মার সহিত আসে।

195 আর উনি সেই কথাটির উল্লেখ করলেন। আর উনি আমায় বললেন যে কিভাবে সেবাকাজকে ভুল বোঝা হয়েছে। আর যখন উনি আমায় ওই কথাটির বিষয়ে বললেন আর এই কথাটি যে কিভাবে যীশু...

196 আমি বললাম, “আচ্ছা, এই ব্যাপারটি কি, যেসব ব্যাপার আমার সাথে হয়ে থাকে?”

197 আর আপনারা বুঝলেন, উনি বললেন, “এটি আরও ফলবান হবে আর আরও অধিক মাত্রায় হতে থাকবে।” আর উনি আমায় এটি উল্লেখ করলেন, আমায় এটি বললেন যে কিভাবে যীশু এগুলো করতেন; যে তিনি কিভাবে এসেছিলেন আর তিনি পরাক্রমে পরিপূর্ণ ছিলেন যে তিনি সব কিছু পূর্বেই জেনে যেতেন আর কুয়ের কাছে সেই স্ত্রীকে বলতে পারতেন, তিনি সুস্থ করনেওলার দাবি করতেন না, তিনি শুধু এটিরই দাবি করতেন যে তিনি কেবল সেই কাজগুলোই করতেন যা পিতা তাকে দেখাতেন।

আমি বললাম, “আচ্ছা, সেটি কি প্রকারের আত্মা হতে পারে?”

উনি বললেন, “সেটি পবিত্র আত্মা ছিল।”

198 তারপর কিছু ব্যাপার আমার ভেতরে ঘটলো, যা আমি এটা উপলব্ধি করলাম যে ঠিক সেই কথাটি যার থেকে আমি আমার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম, এটিই সেই বিষয় ছিল যার জন্য প্রভু আমায় এখানে নিয়ে এসেছেন। আর আমি উপলব্ধি করলাম যে এই ব্যাপারটি সেই বিগত দিনগুলোতে সেই ফরিসিদের মত ছিল, ওনারা আমাকে বাক্যের ভুল অনুবাদ বলেছিল। অতএব তখন থেকে আমি ওগুলোর জন্য নিজের অনুবাদ নিতে শুরু করলাম, যা পবিত্র আত্মা আমায় বলেছিলেন।

আমি ওনাকে বললাম, “আমি যাব।”

উনি বললেন, “আমি তোমার সাথে থাকব।”

199 আর সেই স্বর্গদূত আবার সেই আলোর মধ্যে পদার্শন করলেন যা এইভাবে তার পায়ের চারদিকে গোল-গোল আর গোল-গোল করে ঘুরতে আরম্ভ করলো, তিনি সেই আলোতে উপরে চলে গেলেন আর ঘরের বাইরে চলে গেলেন।

আর আমি এক নতুন ব্যক্তি হয়ে ঘরে ফিরে আসলাম।

200 গির্জা পর্যন্ত হেঁটে গেলাম আর লোকেদের সেই কথাটির বিষয়ে বললাম।... এটি রবিবার রাতে হয়েছিল।

201 আর বুধবার রাতে তারা একটি স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে এসেছিল, যে মেয় হাসপাতালের একজন নার্স ছিলেন আর তিনি ক্যান্সারে মরছিলেন, সে কিছু না কেবল একটি ছায়াস্বরূপ ছিল। যখন আমি সেখানে তাকে ধরবার জন্য হেঁটে গেলাম, আমার সামনে একটি দর্শন এল, সেখানে তাকে আবার নার্সের কাজ করতে দেখানো হয়েছিল। আর তিনি লুইভিলেতে “অনেক বছর ধরে মরবার

তালিকায়” ছিলেন। উনি ওখানে এখন জেফরসনভিলেতে আছেন, উনি কয়েক বছর ধরে নার্সের কাজ করছেন। কারণ আমি সেখানে উপরে দেখেছিলাম, আর আমি সেই দর্শনকে দেখেছিলাম। আমি পেছনে ঘুরলাম, আমি খুব কষ্ট করেই জানতে পারছিলাম যে আমি কি করছিলাম, সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, যখন তারা প্রথমবার আমার কাছে ওই ব্যাপারটি নিয়ে এসেছিলেন, আর সেখানে রেখেছিলেন তখন আমি খরখর করে কাপছিলাম। আর সে নার্স আর ওই লোকগুলো সেখানে দাঁড়িয়েছিল, আর উনি সেখানে শুয়ে ছিলেন, আর তার চেহারাটি যেন তার চোখের নীচে ধসে গিয়েছিলো।

202 মার্জি মরগান। যদি আপনারা তাকে চিঠি লিখতে চান, তো তিনি আছেন ৪১১, নল্লাচ অ্যাভেন্যু, জেফরসনভিলে, ইন্ডিয়ানা। অথবা আপনারা ক্লার্ক কার্ডিন্ট হাসপাতাল, জেফরসনভিলে, ইন্ডিয়ানাতেও লিখতে পারেন। তাকে তার—সাক্ষ্য দিতে দিন।

203 আমি সেখানে নীচে দেখলাম। আর সেখানে এটি প্রথম এরকম বিষয় ছিল যে আমি সেটিকে তার মধ্য হতে বেরিয়ে যেতে দেখলাম, একটি দর্শন এসেছিল। আমি সেই স্ত্রীকে আবার নার্সের কাজ করতে দেখলাম, উনি চারদিকে চলাফেরা করছিলেন, ভালো আর হুঁপুঁপুঁ এবং সুস্থ ছিলেন। আমি বললাম, “সদাপ্রভু এই কথা বলেন, তুমি বাঁচবে এবং মরবে না।”

204 ওনার স্বামী যিনি বাইরের জগতে একজন অনেক বড় ব্যক্তি ছিলেন, উনি আমার দিকে এইভাবে তাকালেন। আমি বললাম, “মহাশয়, আপনি ভয় পাবেন না! আপনার স্ত্রী বাঁচবে।”

205 উনি আমাকে বাইরে ডাকলেন, বললেন...দুই অথবা তিনজন ডাক্তারকে ডাকলেন, বললেন, “আপনি ওনাদের জানেন?”

আমি বললাম, “হ্যাঁ।”

206 “কেন,” বললাম, “আমি ওনাদের সাথে গলফ খেলেছি।” উনি বললেন, “ক্যাসার তার ক্ষুদ্রান্তের চারদিকে মুরে গিয়েছে, আপনি তাকে এমনকি এনিমা দিয়েও ধুতে পারবেন না।”

207 আমি বললাম, “আমি পরোয়া করিনা তার কি হয়েছে! এখানে ভেতরে কিছু হয়েছে, আমি একটি দর্শন দেখেছি! সেই ব্যক্তি আমায় বলেছিলেন, বলেছিলেন, যা কিছু আমি দর্শনে দেখব, যেন তা বলে দিই আর সেটিই ঘটবে। আর তিনি আমায় বলেছিলেন আর আমি তা বিশ্বাস করি।”

208 ঈশ্বরের মহিমা হোক! তখন থেকে কিছু দিন পরেই তিনি চারদিকে গিয়ে ধোঁয়াধুয়ি করছিলেন। উনার ওজন এখন প্রায় একশ পঁয়ষট্টি পাউন্ড হবে, তিনি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ আছেন।

209 তারপর যখন আমি সেই ব্যাপারটি গ্রহন করে ফেললাম, ওটা আমার থেকে দূরে চলে গেল। তারপর রবার্ট ডঘারটি আমায় ডাকলেন। আর এই কথাটি টেক্সাস থেকে আরম্ভ করে, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো।

210 আর এক রাতে, প্রায় চার পাঁচ বার...আমি অন্য-অন্য ভাষা বলা আর এই ধরনের ব্যাপারগুলো বুঝতে পারতাম না। আমি পবিত্র আত্মার বাণিত্বকে বিশ্বাস করতাম, আমি এটি বিশ্বাস করতাম যে লোকেরা অন্য ভাষায় কথা বলতে পারে। আর এক রাতে যখন আমি একটি ক্যাথেড্রালে যা সেন্ট এন্টনিও, টেক্সাসে



ছিল...সেখানে যাচ্ছিলাম, সেখানে যাচ্ছিলাম, আর একটি ছোট ছেলে এইভাবে অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলো যেভাবে একটি বন্দুক চলে, অথবা যেভাবে একটি মেশিনগান খুব জোরে চলতে থাকে। অনেকটা পেছনে, ওখানে অনেকটা পেছনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে পড়লো আর বলল, “সদাপ্রভু এই কথা কহেন! ওই ব্যক্তিটি যিনি মঞ্চে হেঁটে যাবেন তিনি একটি সেবাকাজকে নিয়ে আসতে চলছেন যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হতে অভিষিক্ত হয়ে এসেছেন। যেভাবে যোহন বাণ্ডাইজক যীশুর প্রথম আগমনের আগে প্রেরিত হয়েছিলেন, ঠিক তেমনই ইনার কাছেও একটি বার্তা আছে যার দ্বারা প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন হবে।”

211 আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি আমার জুতোর ভেতরে ডুবে যাচ্ছি। আমি ওপরে দেখলাম, আমি বললাম, “আপনি কি সেই ব্যক্তিকে জানেন?”

উনি বললেন, “না মহাশয়।”

আমি বললাম, “তুমি কি তাকে জান?”

সে বলল, “না মহাশয়।”

আমি বললাম, “তুমি কি আমায় জান?”

সে বলল, “না মহাশয়।”

আমি বললাম, “তুমি এখানে কি করছ?”

212 সে বলল, “আমি খবরের কাগজে এই বিষয়টি পড়েছিলাম।” আর...সেটি ছিল সভার প্রথম রাত।

আমি সেখানে দেখলাম আর আমি বললাম, “তুমি এখানে কিভাবে এলে?”

213 বলল, “আমার কিছু লোকেরা আমায় এরকম বলেছিল যে আপনি এখানে আসতে চলেছেন, ‘এক দৈব আরোগ্য করনেওলা’ আসতে চলেছেন, আর আমি এসে পড়লাম।”

আমি বললাম, “তোমরা সবাই কি একে অপরকে চেন না?”

সে বলল, “না।”

214 ওহ আমার ঈশ্বর! ওখানে আমি পবিত্র আত্মার সেই পরাক্রমকে দেখেছিলাম...যখন একবার অনেক আগে আমি ভেবেছিলাম যে এটা ভুল, আর আমি জেনে গিয়েছিলাম যে আমি...ঈশ্বরের সেই স্বর্গদূত সেই লোকদের সাথেও যুক্ত ছিলেন যাদের কাছে ওই সমস্ত বিষয় ছিল। যদিও তাদের কাছে মিথ্যা বিষয় ছিল আর অনেক ওরকম ব্যাপারে অনেক গরবর আর বিরবির করা ছিল কিন্তু সেখানে ভেতরে একটি বাস্তবিক জিনিস ছিল। [টেপে রিক্ত স্থান—সম্পা]... খ্রিষ্ট। আর আমি দেখলাম যে ওটা—ওটা সত্য কথা ছিল।

215 ওহ, অনেক বছর কেটে গেল, আর সভাতে লোকেরা দর্শন আর ওই বিষয়গুলো দেখতেন।

216 এক বার এক ফটোগ্রাফ তোলায় লোক তার একটি ছবি তুলেছিল যখন আমি আরকেন্সাসে ছিলাম বলে আমি বিশ্বাস করি, প্রায় এরকমই এক সভাতে, প্রায় এরকমই এক সভাগৃহতে দাঁড়িয়েছিলাম। আর আমি দাঁড়িয়েছিলাম আর ওই কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম। লোকেরা জানতো, তারা বসতো আর শুনত, মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট, প্রেসবিটারিয়ান আর এমনই কিছু লোক। আর আমি সংযোগবশত দেখলাম, দরজা দিয়ে সেটি “হস হস” করে ভেতরে আসছিল।

217 আমি বললাম, “আমায় আর বেশী বলতে হবে না, কারণ তিনি এখানে ভেতরে চলে এসেছেন।” আর সেটি ওপরের দিকে গেল, আর লোকেরা চেপ্তাতে আরম্ভ করলো। আমি যেখানে ছিলাম, সেটি সেখানে এল আর সেখানে চারদিকে এসে থেমে গেল।

218 যখনই সেটি নীচে আসছিল, একজন সেবক দৌড়ে ওপরে গেল আর বলল, “যদি এটা বলা যায় যে আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি!” আর ওই কথাটি তাকে এতো—এতো বেশী অন্ধ করে দিল যতোটা সে হতে পারতো, আর পেছনের দিকে টাল খেয়ে পরছিলেন। আপনারা তার ছবিটি ওখানে ওই পুস্তকে দেখতে পারেন আর তাকে দেখতে পারেন যখন তিনি পেছনের দিকে নিজের মাথাটি এইভাবে নিচের দিকে টাল খাইয়ে রেখেছেন।

219 আর সেটি সেখানে থেমে গিয়েছিল। ঠিক তখনই খবরের কাগজের পত্রকার এটির ছবি তুলে নিয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বর প্রস্তুত ছিলেন না।

220 আর এক রাতে হোস্টন, টেক্সাসে যখন, ওহ, হাজার হাজার লোক... আমাদের কাছে প্রায় আটশ জন...আট হাজার লোক ছিল সেই জায়গাতে আপনারা সেটিকে কি বলে থাকেন, কোন সঙ্গিতের ভবনে, তারা এই বড় স্যাম হোস্টন সভাগৃহতে এসেছিলেন।

221 আর সেই রাতে সেই বাদবিবাদে যখন সেই ব্যাপটিস্ট প্রচারকটি বলেছিল, আমি “এক নীচ কপটি ছাড়া কিছুই নই, আর আমি একজন ধোঁকাবাজ, একজন ধর্মীয় ধোঁকাবাজ, আর আমাকে শহর থেকে বাইরে বের করে দেওয়া উচিত” আর তিনিই সেই লোক হওয়া উচিত যিনি এটা করবেন।

222 ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “ভাই ব্রানহাম, আপনি কি এই ধরনের কথা হতে চলতে দেবেন? তাকে ডাকবো!”

223 আমি বললাম, “না মহাশয়, আমি তর্কবিতর্কে বিশ্বাসি নই। সুসমাচার তর্কবিতর্কের জন্য নয়, এটি জীবনে যাপন করবার জন্য।” আর আমি বললাম, “এতে কিছু যায় আসে না যে আপনি তাকে কতটা উপলব্ধি করাতে সক্ষম হন না কেন, সে ওরকমই করবে।” আমি বললাম, “তার...এতে কিছু পরিবর্তন হবে না। যদি ঈশ্বর তার হৃদয়ের সাথে কথা না বলেন তবে আমি কি ভাবে পারবো।”

224 পরের দিন সেই কথাটি বাইরে এল, বলল, “এটি দেখায় যে সে কি রকম বস্তু দিয়ে তৈরি,” হোস্টন ক্রনিকালে এটা ছেপেছিল। বলেছিল, “এটি দেখায় যে সে কি রকম বস্তু দিয়ে তৈরি, তারা সেই কথাটি গ্রহন করতে ভয় পায় যে কথাটা তারা প্রচার করে।”

225 বৃদ্ধ ভাই বোসওয়ার্থ আমার কাছে এলেন, তিনি তখন সত্তর বছর বয়স্ক ছিলেন, প্রিয় বৃদ্ধ ভাই ছিলেন, নিজের হাত আমার চারদিকে রাখলেন, বললেন, “ভাই ব্রানহাম,” উনি বললেন, “আপনার কথার অর্থ এই দাঁড়ালো যে আপনি তাকে কোন উত্তর দেবেন না?”

226 আমি বললাম, “না, ভাই বোসওয়ার্থ। না, মহাশয়। আমি সেই কথাটির উত্তর দিতে যাচ্ছি না।” আমি বললাম, “এতে কোন ভালো কিছু হবে না।” আমি বললাম, “যখন আমরা মঞ্চ ছাড়বো, তখন সেই কথাটি নিয়ে তর্কবিতর্ক শুরু হয়ে যাবে।” আমি বললাম, “আমি এখন সভা করছি, আর আমি চাই না যে ব্যাপারটা এভাবে নষ্ট হয়ে যায়।” আমি বললাম, “কেবল ওনাকে যেতে দিন।”

আমি বললাম, “ব্যাস এটাই ব্যাপার, উনি কেবল দ্রুত শব্দ করে যাচ্ছেন।” আমি বললাম, “আমরা তাদের সাথে আগেও সাক্ষাৎ করেছি, আর তাদের সাথে কথা বলে ভালো কিছু হয় না।” আমি বললাম, “তারা নিজেদেরকে ওই অবস্থাতেই রেখে, চলে যাবো।” আমি বললাম, “যদি তারা একবার সত্যের জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়ে যেত, আর তারা সেই বিষয়টি গ্রহণ করে না, বাইবেল বলেছে যে তারা আলাদা করবার রেখাকে পার করে ফেলেছে আর তারা না এই জগতে না আগামী জগতে কখনও ক্ষমা পাবে। তারা ওই ব্যাপারকে ‘শয়তান’ বলে আক্ষা দেয়, আর তারা সেই বিষয়ে আর নিজেদের সাহায্য করতে পারে না। তারা ধার্মিক আত্মা দিয়ে পরিপূর্ণ আছে যেটা শয়তান হতে।”

227 আপনাদের মধ্যে কতজন এটা জানেন যে শয়তানের আত্মা একটা ধার্মিক আত্মা? হ্যাঁ মহাশয়, সে তো কেবল অতটাই মৌলিক যতোটা তারা হতে পারে। আর অতএব, তারপর, এই কথাটা অতটা ভালো লাগে নি যখন আমি বললাম, “মৌলিক,” কিন্তু এটি সত্য কথা। “ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে।” এটি ঠিক কথা। চিহ্ন আর অদ্ভুতলক্ষণই সর্বদা ঈশ্বরকে প্রামানিত করে দেবে, সর্বদাই। আর উনি এটি বলছেন যে অন্তিম দিনগুলোতে এরকমই হবে। আর মনোযোগ দিন!

228 বৃদ্ধ ভাই বোসওয়ার্থ, আমি...উনি আমার সাথে আসতে যাচ্ছিলেন, আর উনি একরকম ক্লান্ত ছিলেন। উনি কেবলই জাপান থেকে এসেছেন। উনি এখানে আসতে চলেছিলেন। উনি আমার সাথে লুবক নামক জায়গায় আসতে চলেছিলেন। আর অতএব উনি ছিলেন...ওনার অল্প, খারাপ কাশি ছিল, তাই উনি এবারেরটাতে আর আসতে পারলেন না। আর অতএব উনি...

229 সবাই এরকম ভাবে যে উনি কালের মত দেখতে। উনি ওখানে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, “আচ্ছা, ভাই ব্রানহাম,” আপনারা জানেন উনি গৌরবপূর্ণ দেখাতেন, উনি বলেছিলেন, “আমায় গিয়ে ওই কথাটি বলতে দিন।” আর বলেছিলেন, “যদি আপনি ওই কথাটি না বলতে চান তাহলে।”

230 আমি বললাম, “ওহ ভাই বোসওয়ার্থ, আমি—আমি চাই না যে আপনি এটা করুন। আপনি তর্কে লেগে যাবেন।”

উনি বললেন, “তর্কের একটা শব্দও হবে না।”

231 এখন, সমাপ্ত করবার আগে, এটি শুনুন। তিনি ওখানে গেলেন। আমি বলেছিলাম, “যদি তর্কবিতর্ক না করেন তাহলে ঠিক আছে।”

বললেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে কোন তর্কবিতর্ক করব না।”

232 সেই রাতে প্রায় হাজার লোক সেই সভাগৃহে যাওয়ার জন্য একত্র হয়েছিল। ভাই উড, যিনি এখানে বসে আছেন, সেই সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন, সেই সভাগৃহে বসে ছিলেন। আর আমি...

233 আমার ছেলে বলল, বা...আমার স্ত্রী বলল, “তুমি ঐ সভায় যাচ্ছ না?”

234 আমি বললাম, “না। আমি ওখানে গিয়ে ওনাদের তর্কবিতর্ক করতে দেখতে চাই না। না মহাশয়। আমি সেখানে গিয়ে ঐ সব কথা শুনতে পারবো না।”

যখন রাতের সময় এল, কেউ বলল, “ওখানে যাও।”

235 আমি, আমার ভাই, আর আমার স্ত্রী এবং বাচ্চারা সবাই ট্যান্ড্রি নিয়ে সেখানে চলে গেলাম। আর আমি সেখানে ব্যালকনিতে তিন নম্বর সিটে উপরে গিয়ে বসলাম।

236 বৃদ্ধ ভাই বোসওয়ার্থ সেখানে এক বৃদ্ধ কূটনীতিজ্ঞের মত হেঁটে এলেন, আপনারা জানেন। তিনি কিছু লিখে রেখেছিলেন... উনি বাইবেলের ছয়শ বিভিন্ন প্রতিজ্ঞা লিখে রেখেছিলেন। উনি বললেন, "এখন, ডক্টর বেস্ট, যদি আপনি একটু এখানে আসবেন আর এই প্রতিজ্ঞাগুলোর মধ্যে যে কোন একটি নিবেন আর বাইবেলের দ্বারা ভুল প্রমানিত করবেন। ওগুলোর সবকটি প্রতিজ্ঞাই বাইবেলে দেওয়া আছে, এই দিনগুলোতে যীশু খ্রিষ্টের অসুস্থদের সুস্থ করবার ব্যাপারে আছে। যদি আপনি এগুলোর মধ্যে একটি প্রতিজ্ঞাকে নিতে পারেন আর, বাইবেলের দ্বারা, বাইবেল দিয়ে সেগুলো ভুল প্রমান করেন, তবে আমি বসে পড়ব, আপনার সাথে হাত মেলাবো আর বলব, 'আপনি ঠিক আছেন।'"

237 উনি বললেন, "যখন আমি সেখানে ওপরে যাব, তো আমি কেবল সেই কথাটির ধ্যান রাখবো!" উনি শেষে আসতে চাইছিলেন যেন তিনি ভাই বোসওয়ার্থের প্রভাবকে শেষ করতে পারেন, বুঝলেন।

238 অতএব ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, "আচ্ছা ভাই বেস্ট, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব, আর যদি আপনি আমায় 'হ্যাঁ' বা 'না' তে উত্তর দেন," বললেন, "আমরা এই তর্কবিতর্ককে ঠিক এখনই সমাপ্ত করে দিব।"

আর উনি বললেন—উনি বললেন, "আমি সেই কথাটি ধ্যানে রাখবো!"

উনি মধ্যস্ততা করার লোকটিকে বললেন যে উনি কি ওনাকে প্রশ্ন করতে পারেন। বললেন, "হ্যাঁ।"

239 উনি বললেন, "ভাই বেস্ট, যিশোবার উদ্ধার করবার নাম কি যীশুর ওপর লাগু হয়? 'হ্যাঁ' অথবা 'না'?"

240 এই কথাটি ঐ ব্যাপারটির নিস্পত্তি করে দিল। এটাই সব নির্ধারণ করে দিল। আমি আপনাদের বলতে চাই, আমি কেবল আমার ভেতরে কোন কিছুকে যেতে অনুভব করলাম। আমি নিজেও কখনও ঐ কথাটির ব্যাপারে কখনও ভাবিনি, বুঝলেন। আর আমি ভাবলাম, "ওহ আমার ঈশ্বর, সে উত্তর দিতে পারবে না! ঐ কথাটি তাকে বেধে দিয়েছিল।"

উনি বললেন, "আচ্ছা ডক্টর বেস্ট, আমি—আমি অধীর হয়ে আছি।"

তিনি বললেন, "আমি ঐ কথাটি ধ্যানে রাখবো!"

241 বললেন, "আমি চমকে গেলাম যে আপনি আমার সবথেকে কমজোর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না।" তিনি শশার মত ঠান্ডা ছিলেন, আর তিনি জানছিলেন যে তিনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন। অতএব উনি সেই বাক্যের লেখ্যটির সাথে বসে পড়লেন।

বললেন, "আপনি আপনার ত্রিশ মিনিট নিন, আমি তারপর উত্তর দিব!"

242 আর বৃদ্ধ ভাই বোসওয়ার্থ সেখানে বসে থাকলেন, আর সেই বাক্যকে নিলেন আর সেই ব্যক্তিকে এমন এক স্থান পর্যন্ত বেধে দিলেন যতক্ষণ না তার চেহারা এতো বেশী লাল হয়ে গেল যে আপনি প্রায় ওখান থেকে দিয়াশলাইয়ের একটি কাঠি জ্বালিয়ে নিতে পারবেন।

243 তিনি ওখান থেকে উঠলেন, খুবই রাগান্বিত ছিলেন, আর কাগজগুলো মেঝেতে ফেলে দিলেন, সেখানে ওপরে গেলেন আর এক ভালো একটি ক্যাম্পবেলাইট বার্তা প্রচার করলেন। আমি ব্যাপটিস্ট ছিলাম, আমি জানি যে তারা কি বিশ্বাস করে। সে কখনই না...তিনি পুনরুত্থানের ওপর প্রচার করছিলেন, “যখন এই ক্ষয়নীয় অক্ষয়তাকে পরিধান করবে,” তখন আমাদের কাছে দৈব আরগ্যকরন থাকবে।” ওহ আমার ঈশ্বর! যখন আমরা অক্ষয়তাকে পরিধান করব, তখন আমাদের দৈব আরগ্যকরনের কি প্রয়োজন (“যখন এই ক্ষয়নীয় অক্ষয়তাকে পরিধান করবে,” মৃতদের পুনরুত্থান)? উনি এমনকি সেই আশ্চর্য কর্মকেও সন্দেহ করতেন যা যীশু লাসারের ওপর করেছিলেন, বলছিলেন, “সে আবার মারা গিয়েছিল, আর সেটি কেবল একটি অস্থায়ী ব্যাপার ছিল।” বুঝলেন?

244 আর যখন উনি ওইভাবে সমাপ্ত করলেন, উনি বললেন, “সেই দৈব আরগ্যকারীদের সামনে নিয়ে আসুন আর আমি একটু ঐ ব্যাপার করতে তাদের দেখব।”

245 তারপর তিনি সেখানে জলের ওপর বার বার হাত দিয়ে আঘাত করতে শুরু করে দিলেন। ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “ভাই বেস্ট, আমি আপনাকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না যা আমি আপনাকে করেছি।”

246 আর অতএব উনি খুবই উত্তেজিত হয়ে গেলেন, উনি বললেন, “সেই দৈব আরগ্যকারীদের সামনে নিয়ে আসো, আর আমি তাদেরকে সেটা করতে দেখি।”

বললেন, “ভাই বেস্ট, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে লোকেরা উদ্ধার পাচ্ছে?”

উনি বললেন, “নিশ্চিতরূপে!”

বললেন, “আপনি কি চান যে আপনাকে দৈব উদ্ধারকারীরূপে ডাকা হোক?”

বললেন, “নিশ্চিতরূপেই না!”

247 “না...আপনার প্রানের উদ্ধার পাওয়ার প্রচার করা আপনাকে দৈব উদ্ধারকর্তা বানিয়ে দেয় না।”

উনি বললেন, “নিশ্চিতরূপেই না!”

248 বললেন, “ভাই ব্রানহামও দৈব আরগ্যকরনের প্রচার করলে সে দৈব আরগ্যকারি হয়ে যান না। উনি দৈব আরগ্যকারি নন, উনি কেবল যীশু খ্রিষ্টের দিকে ইশারা করেন।

249 আর উনি বললেন, “ওনাকে সামনে নিয়ে আসুন, আমিও একটু ওনাকে ওসব করতে দেখতে চাই! আমায় আজ তার দ্বারা আরোগ্য পাওয়া লোকদের দেখতে দিন, আর আমি আপনাদেরকে বলে দিব আমি বিশ্বাস করি কি না।”

250 ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “ভাই বেস্ট, এটি কালভেরির ওপর ঘটা সেই ঘটনাটির মত লাগছে, ‘তুমি ক্রুশ হইতে নামিয়া আইস, আমরা তোমায় বিশ্বাস করব।’” বুঝলেন?

251 আর অতএব, ওহ, তখন ওনার বাস্তবেই খুব রেগে গিয়েছিলেন। উনি বললেন, “আমি তাকে একটু ঐ ব্যাপার করতে দেখতে চাই।” মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি তাকে নীচে বসালেন। উনি সেখানে হেঁটে গেলেন, আর সেখানে একজন পেন্টিকোস্টাল প্রচারক দাঁড়িয়ে ছিলেন, উনি তাকে প্রায় আঘাত করে মঞ্চ থেকে ফেলে দিচ্ছিলেন। আর অতএব তারা ওনাকে আবার আটকালেন। (অতএব ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “এদিকে দেখুন, এদিকে দেখুন! না, না।”) অতএব মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিটি তাকে নীচে বসিয়ে দিলেন।

252 রেমন্ড রিচি দাঁড়ালেন, বললেন, “এটিই কি দক্ষিণ ব্যাপটিস্ট সভার মনভাব?” বললেন, “আপনি যারা ব্যাপটিস্ট প্রচারক আছেন, এই ব্যক্তিটিকে কি দক্ষিণ ব্যাপটিস্ট সভা পাঠিয়েছে না উনি নিজেই এসেছেন?” ওনারা উত্তর দিলেন না। উনি বললেন, “আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি!” তিনি তাদের প্রত্যেককে জানতেন।

253 ওনারা বললেন, “উনি নিজে থেকেই এসেছেন।” কারন আমি জানি যে ব্যাপটিস্টও দৈব আরগ্যকরনকে বিশ্বাস করে। অতএব তিনি আবার বললেন, “উনি নিজে থেকেই এসেছেন।”

254 অতএব এখানে এই সেই ব্যাপার যা সেখানে ঘটেছিল। তখন ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “আমি জানি যে ভাই ব্রানহাম সভায় উপস্থিত আছেন, যদি উনি আসতে চান আর সভাকে বরখাস্ত করে দেন, খুব ভালো হবে।”

অতএব হাওয়ার্ড বললেন, “আপনি শান্ত হয়ে বসে থাকুন।”

আমি বললাম, “আমি শান্ত হয়ে বসে আছি।”

255 আর ঠিক তখনই কিছু একটা জিনিস ঘুরতে ঘুরতে এল, গোল-গোল করে ঘুরতে লাগলো, আর আমি জানতাম যে সেটি প্রভুর দূত ছিলেন, বললেন, “উঠে দাড়াও।”

256 প্রায় পাচশ লোকেরা নিজেদের হাতকে এভাবে একসঙ্গে রাখলেন, মঞ্চ পর্যন্ত একটি পথ বানিয়ে নিলেন।

257 আমি বললাম, “বন্ধুগন, আমি দৈব আরগ্যকারি নই। আমি আপনাদের ভ্রাতা।” আমি বললাম, “ভাই বেস্ট...সাথে নই।” অথবা, “ভাই বেস্ট,” আমি বললাম, “আমার ভাই, আমি আপনাকে অনাদর করছি না, একদম না। আপনাকে আপনার দূত ধারণাকে ধরে রাখার অধিকার আছে, ঠিক সেরকম আমারও আছে।” আমি বললাম, “কারন আপনি বুঝলেন, আপনি আপনার কথা ভাই বোসওয়ার্থের দ্বারা প্রমানিত করতে পারলেন না। না আপনি সেই লোক দ্বারা করতে পারবেন যে বাইবেলকে খুব ভালো ভাবে জানে, যে সেই বিষয়গুলো জানে।” আমি বললাম, “আর যতদূর লোকদের আরোগ্য করবার ব্যাপার আছে, আমি তাদের সুস্থ করতে পারি না, ভাই বেস্ট। কিন্তু আমি এখানে প্রত্যেক রাতে উপস্থিত থাকব, যদি আপনি প্রভুকে আশ্চর্য কর্ম করতে দেখতে চান, তবে আপনি আসুন। তিনি এটি প্রতি রাতেই করতে পারেন।”

258 আর উনি বললেন, “আমি আপনাকে কাউকে সুস্থ করতে দেখতে চাই, আর তাদের আমার দিকে দেখতে দিন। আপনি হয়ত আপনার সম্মোহন শক্তি দ্বারা তাদেরকে সম্মহিত করে দিতে পারেন, কিন্তু” বললেন, “আমি তাদের এক বছর পরেও দেখতে চাই!”

আমি বললাম, “আচ্ছা ভাই বেস্ট, আপনার অধিকার আছে যে আপনি তাদের পরীক্ষা করেন।”

259 উনি বললেন, “অন্য কেউ নয় কেবল আপনাদের এই দল যাদের মস্তিস্ক শূন্য হয়ে গিয়েছে, আপনারাই এই ধরনের জিনিসে বিশ্বাস করেন। ব্যাপটিস্টরা ঐ ধরনের আজগুবি কথায় বিশ্বাস করে না।”

260 ভাই বোসওয়ার্থ বললেন, “কেবল একটি মুহূর্ত।” বললেন, “আপনাদের মধ্যে কতজন এই দুসপ্তাহের সভাতে যা এখানে হয়েছে, আর যাদের এই ভালো ব্যাপটিস্ট গির্জা যেটি হাউস্টোনে আছে, খুব ভালো সম্বন্ধ আছে, এটি প্রমাণ করে দিতে পারেন যে আপনারা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের দ্বারা আরগ্যালাভ করেছেন যখন ভাই ব্রানহাম এখানে ছিলেন?” আর তিনশোরও বেশী লোক দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, “এই বিষয়ে কি বলবেন?”

261 উনি বললেন, “তারা কেউই ব্যাপটিস্ট নয়।” বললেন, “যে কেউ যা কিছু সাক্ষ্য দিতে পারে, তবুও তার অর্থ এই নয় যে এটা সত্য।”

262 বললেন, “ঈশ্বরের বাক্য বলে যে এটা সত্য, আর আপনি সেটির বিরোধিতা করতে পারেন না। আর লোকেরা বলছে যে এটি সত্য, আপনি সেই বিষয়কে নিচু করতে পারেন না। অতএব আপনি সেই বিষয়ে কি করতে চলেছেন?” বুঝলেন, এইভাবে।

263 আমি বললাম, “ভাই বেস্ট, আমি কেবল সেটাই বলছি যা সত্য। আর যদি আমি সত্য হয়ে থাকি, তাহলে ঈশ্বর সেই সত্যকে সমর্থন করতে বাধ্য।” আমি বললাম, “যদি তিনি তা না করেন... যদি তিনি সত্যের সমর্থন না করেন, তবে তিনি ঈশ্বর নন।” আর আমি বললাম, “আমি লোকদের সুস্থ করি না। আমি এক আত্মিক দানের সাথে—এক আত্মিক দানের সাথে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম যে আমি কোন ঘটনা হতে দেখতে পারি।” আমি বললাম, “আমি জানি যে আমায় ভুল বোঝা হয়ে থাকে, কিন্তু আমি আমার হৃদয়ের দৃঢ় নিশ্চয়কে পুরন করতে বেশী কিছু করতে পারি না।” আমি বললাম, “আমি বিশ্বাস করি যে যীশু খ্রিষ্ট মৃতদের মধ্যে হতে জীবিত হয়ে উঠেছেন। আর যে আত্মা আসে এবং দর্শন আর ঐ বিষয়গুলো দেখায়, যদি সেই কথার ওপর কোন প্রশ্ন থাকে, আমার কাছে আসুন আর খুঁজে দেখুন।” আমি বললাম, “এটিই সবকিছু।” কিন্তু আমি বললাম, “কিন্তু আমার জন্য, আমি নিজের জন্য কিছুই করতে পারি না।” আর আমি বললাম, “যদি আমি সত্য কথা বলছি, তবে ঈশ্বর এই ব্যাপারে বাধ্য যে তিনি এর সাক্ষ্য দেন যে এগুলো সত্য।”

264 আর প্রায় সেই সময়, কিছু একটা জিনিস “হুসসস” করতে করতে গেলো। আর সেটা সেখানে আসে, সে নীচে আসছিল। আর আমেরিকার ফটোগ্রাফারদের সংগঠন যা ডগলাস স্টুডিও হাউস্টন, টেক্সাসে আছে, ওনারা একটি বড় ক্যামেরাকে ওখানে লাগিয়ে রেখেছিলেন (ওনাদের ফোটা তোলা বারন ছিল), ওনারা ফটো তুলে নিয়েছিলেন।

265 যখন ওনারা শ্রীমান বেস্টের ছবি তোলার জন্য ছিলেন, আর এর পূর্বে যে আমি সেখানে যেতাম, ওনারা বললেন, “এক মিনিট দাঁড়ান! আমার কাছে ছয়টি ছবি আছে যা এখানে আসতে চলেছে!” উনি বললেন, “এখানে এখন আমার ছবি তুলুন!” আর উনি তার আঙুলটি সেই বৃদ্ধ সাধু ব্যক্তির নাকে রেখে দিলেন, এইভাবে, বললেন, “এখন আমার ছবি তুলুন!” আর ওনারা ওরকম

করলেন। তখন তিনি তার মুষ্টিকে নিলেন আর উপরে ওঠালেন, বললেন, “এখন আমার ছবি তুলুন!” আর তারা এভাবে ছবিটি তুলল। তারপর তিনি তার সাথে ছবি তোলায় জন্য এরকম করলেন। উনি বললেন, “তুমি এটি আমার পত্রিকায় দেখবে!” এই ভাবে।

266 ভাই বোসওয়ার্থ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আর কিছুই বলতে পারলেন না। তারপর তিনি এনার ছবি তুললেন।

267 সেই রাতে নিজের ঘরে যাওয়ার সময়, (ক্যাথলিক ছেলেটি যে সেই রাতে ছবি তুলেছিল) সে দ্বিতীয় ছেলেটিকে বলল, সে বলল, “তুমি ঐ বিষয়ে কি জান?”

268 সে বলল, “আমি জানি যে আমি ওনার সমালোচনা করেছি। সেই গলগন্ডটি যা সেই স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আমি বলেছিলাম যে উনি সম্মত করেছেন।” বলল, “ঐ কথাটি বলার বিষয়ে আমি ভুলও হতে পারি।”

বলল, “তুমি সেই ছবির বিষয়ে কি মনে করো?”

“আমি জানি না।”

269 ওনারা সেটাকে অ্যাসিডের মধ্যে রেখেছে। এখানে তার তোলা ছবি আছে, যদি আপনি চান তবে ওনার কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন। সে ঘরে চলে গেল, সে ওখানে গিয়ে বসে থাকলো আর ধূমপান করতে থাকলো। ভেতরে গেল আর ভাই বোসওয়ার্থের একটি ছবি বের করলো, সেটি নেগেটিভ ছিল। সে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ছবি গুলো বের করলো, আর সেগুলোর প্রত্যেকটিই খালি ছিল। ঈশ্বর আপন বৃদ্ধ সাধু ব্যক্তিটিকে সেই কপটির সাথে, তার নাক, আর হাত, আর তার মুষ্টিকে তার নাকের নীচে এইভাবে নাড়িয়ে ছবি তোলায় আঞ্জা দিবেন না। তিনি সেটার আঞ্জা দিবেন না।

270 উনি দ্বিতীয়টি বের করলেন, আর এখানে তিনি ছিলেন। তারা বলেছিল যে সেই রাতে সেই ব্যক্তিটি হ্রিদরোগে আক্রান্ত হয়ে ছিল।

271 আর তারা ঐ নেগেটিভটি ওয়াসিংটন ডি.সি.তে পাঠিয়েছিলেন। সেটিকে গ্রন্থস্বত্ব অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তারপর সেটি ফেরত পাঠান হয়েছিল।

272 আর জর্জ জে লেসি, যিনি আঙুলের ছাপ ও নথি পরীক্ষা বিভাগের প্রধান ছিলেন, আর এরকমই কিছু ছিলেন, বিশ্বে সেই মহান ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ছিলেন, ওনাকে সেখানে আনা হয়েছিল আর দুদিন ধরে সেটিকে ক্যামেরা, আলো আর সব কিছু দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। আর যখন আমরা সেই দুপুরে সেখানে এলাম, উনি বললেন, “শ্রদ্ধেয় ব্রানহাম, আমিও আপনার সমালোচক ছিলাম।” উনি বললেন, “আর আমি বলেছিলাম যে এটি একটি মনোবিজ্ঞান, কেউ বলেছিল যে তারা আলো আর এই ধরনের জিনিস দেখেছে।” আর বললেন, “আপনি জানেন, বৃদ্ধ কপটি এই কথাটি বলতো।” (উনি অবিশ্বাসী কথার বলতে চাইছিলেন) “চারদিকে যে সব ছবি আছে, খ্রিষ্টের মাথার ওপর সেই আলো, আর তার শিষ্যদের চারদিক” উনি বললেন, “ওগুলো সাধারণভাবেই মনোবিজ্ঞান।” কিন্তু বললেন, “শ্রদ্ধেয় ব্রানহাম, এই ক্যামেরার মেশিনের চোখ কোন মনোবিজ্ঞানকে নিতে পারবে না! আলো লেন্সে আঘাত করেছিল, অথবা নেগেটিভকে আঘাত করেছিল, আর সেখানে সেটি ছিল।” আর উনি বললেন...



273 আমি এই জিনিসটি উনার কাছে জমা করে দিলাম। উনি বললেন, “ওহ মহাশয়, আপনি কি জানেন যে সেই জিনিসটির মূল্য কত হবে?”

আর আমি বললাম, “আমার জন্য নয় ভাই, আমার জন্য নয়” আর অতএব উনি বললেন...

274 “কারণ যতক্ষণ আপনি জীবিত আছেন, এই বিষয়টি কখনও কার্যায়িত হবে না, কিন্তু কোন দিন, যদি সভ্যতা এগিয়ে যায় আর খ্রিস্টত্ব চলতে থাকে, এই ধরনের কোন বিষয় ঘটত হবে।”

275 অতএব বন্ধুগন, আজ রাতে, যদি পৃথিবীতে এটি অন্তিম সভা হয়, আপনি এবং আমি ঈশ্বরের উপস্থিতিতে বসে আছি। আমার সাক্ষ্য সত্য। অনেক অনেক কথা আছে, এই কথাগুলো লিখতে গেলে পুস্তকের অনেক গুলো ভাগ লেগে যাবে, কিন্তু আমি চাই যে আপনারা জেনে যান।

276 আপনাদের মধ্যে কতজন এরকম আছেন যারা বিনা ছবি দেখে বাস্তবে নিজে আলোকে সেই স্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন যেখানে প্রচার করে থাকি? আপনাদের হাত তুলুন, সারা ভবনে সব জায়গায়, কেউ তাকে দেখেছেন। দেখুন, প্রায় আট অথবা দশটি হাত আছে যারা এখানে বসে আছে।

277 আপনারা বলেন, “তারা—তারা কি দেখতে পারে আর আমি দেখতে পারি না?” হ্যাঁ মহাশয়।

278 সেই—সেই তারা যার অনুসরণ সেই পণ্ডিতরা করছিলো, তা প্রত্যেক পর্যবেক্ষণ গৃহের ওপর দিয়ে পার হয়ে এসেছিল। তাদেরকে ছাড়া অন্য কেউই সেটিকে দেখতে পায় নি। কেবলমাত্র তারাই সেটি দেখতে পেয়েছিলো।

279 এলিয় সেখানে দাঁড়িয়ে সমস্ত অগ্নিময় রথগুলো, আর সব কিছু দেখছিল। আর গেহসি চারদিকে তাকাল, সে তাদের কোথাও দেখতে পারছিল না। ঈশ্বর বললেন, “উহার চোখকে খুলিয়া দাও যেন সে দেখতে পায়।” আর তারপর সে তাদের দেখতে পায়, বুঝলেন। কিন্তু সে এক ভালো ছেলে ছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছিল, কিন্তু সে তাকে দেখতে পারছিল না। নিশ্চিতরূপেই। এটি কিছু লোকদের দেখতে দেওয়া হয়, আর কিছু লোকদের নয়। আর এটি সত্য কথা।

280 কিন্তু এখন আপনারা যারা এটি কখনও দেখেন নি, ঐ জিনিসটি কখনই দেখেন নি, আর আপনারা যারা এটি স্বাভাবিক চোখ দিয়ে দেখেছেন আর ছবিতে কখনও দেখেন নি, তবুও যারা ছবিকে দেখে, তাদের কাছে আপনাদের চেয়েও বড় প্রমাণ আছে যারা তাকে স্বাভাবিক চোখ দিয়ে দেখেছে। কারণ আপনি, আপনার স্বাভাবিক চোখ দ্বারা, ভুল করতে পারেন, হতে পারে সেটা দৃষ্টির ভ্রম। এটা ঠিক নয় কি? কিন্তু সেটা দৃষ্টির ভ্রম নয়, এটি সত্য, যেখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই বিষয়টি বলছে যে এটি সত্য। অতএব প্রভু যীশু এটি করেছেন।

“তাহলে আপনি কি চিন্তা করেন যে সেটা কি,” আপনি বলেন, “ভাই ব্রানহাম?”

281 আমি এটি বিশ্বাস করি যে এটি সেই অগ্নিস্তম্ভ যা ইস্রায়েল সন্তানদের নেতৃত্ব দিয়ে মিশর থেকে পলেস্তাইনে এনেছিল। আমি বিশ্বাস করি যে এটি সেই আলোর স্বর্গদূত যা কারাগারে এসেছিল, আর সাধু পিতরের কাছে এসেছিল আর তাকে স্পর্শ করেছিল, আর সামনে গিয়ে দরজা খুলে দিয়েছিল আর তাকে বাইরে আলোতে এনে দিয়েছিল। আর আমি বিশ্বাস করি যে ইনি প্রভু যীশু যিনি অদ্য,

কল্যাণ আর সর্বদা এক আছেন। আমেন! উনি আজও সেই যীশু আছেন যা তিনি কালকে ছিলেন। তিনি সবসময়ের জন্য সেই যীশুই থাকবেন।

282 আর যখন আমি এই বিষয়ে কথা বলছি, সেই আলোটি যা ঐ ছবিতে আছে... তা ঠিক এই স্থানে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, এখান থেকে দুই ফুটেরও কম দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। এটি ঠিক কথা। আমি আমার—আমার চোখ দিয়ে তাকে দেখতে পারি না, কিন্তু আমি জানি যে তিনি এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমি জানি যে তিনি এখন ঠিক আমার ভেতরে এসে দাঁড়াচ্ছেন। ওহ! যদি কেবল আপনি সেই তফাৎকে জানতেন যখন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের শক্তি আসে, আর কিভাবে সেই তফাৎটি বোঝা যায়!

283 এটি যে কোন ব্যক্তির জন্য একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান। আমি কোন অসুস্থ লোকের জন্য প্রার্থনা করতে যাচ্ছিলাম না, আমি একটি প্রতিজ্ঞা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু দর্শন লোকদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ওহ! ঈশ্বর এই কথাটি জানেন। আমি কোন প্রার্থনা পংক্তি ডাকতে যাচ্ছিলাম না, আমি আপনাদের ওখানে বসা অবস্থায় ছেড়ে দিতে চাই। আপনাদের মধ্যে কতজনের কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই? আপনাদের হাত তুলুন, এমন কোন ব্যক্তি যার কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই, যার কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই।

284 ওখানে একজন অশ্বত মহিলা বসে আছেন, আমি আপনার হাত উত্তলিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। এটি কি ঠিক? আপনি কেবল খাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যান যেন আমি আপনাকে এক মিনিটের জন্য ব্যক্তিগতরূপে দেখতে পারি। আমি জানিনা যে পবিত্র আত্মা কি বলবেন, কিন্তু, আপনি আমার দিকে খুবই সংদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আপনার কাছে কোন প্রার্থনা কার্ড নেই? যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আমায় এটা প্রকাশ করে দেন যে আপনার কি সমস্যা আছে... আমি কেবল এটি শুরু করার জন্য করছি, কেবল আরম্ভ করার জন্য। আপনি কি আমায় বিশ্বাস... রূপে করেন। আপনি জানেন যে কিছু নেই... আমার বিষয়ে একটিও ভালো কিছু নেই। যদি আপনি একটি বিবাহিত স্ত্রী হন, আমি আপনার স্বামীর তুলনায় তার চেয়ে বেশী কিছু না। আমি কেবল একজন ব্যক্তি। কিন্তু যীশু খ্রিষ্ট ঈশ্বরের পুত্র; আর উনি তার আত্মাকে এই সব বিষয় প্রমাণ করার জন্য পাঠিয়েছেন।

285 যদি ঈশ্বর আমায় বলে দেন যে আপনার কি সমস্যা আছে (আর আপনি জানেন যে আমার কাছে কোন উপায় নেই যে আমি আপনার সাথে কোন সম্পর্ক করতে পারি), আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করবেন? [বোন কিছু মন্তব্য করলেন—সম্পা.] ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদযুক্ত করুন। তারপর আপনার বর্ধিত রক্তচাপ আপনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এটিই সেই সমস্যা যা আপনার ছিল। এটা কি ঠিক কথা? তাহলে আপনি বসে পড়ুন।

286 আপনি কেবল ঐ কথাটি একবার বিশ্বাস করে নিন! আমি যে কোন ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করছি যে তিনি এই কথাটি বিশ্বাস করে নিন।

287 এখানে দেখুন, আমায় আপনাকে কিছু বলতে দিন। মার্থা প্রভু যীশুর কাছে আসছিল। সেই আত্মিক দানটি কখনই কার্যকর হত না... আর পিতা তাকে প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি কি করতে যাচ্ছেন। ঐ বিষয়টি কখনই কার্যকর হত না। কিন্তু সে বলল, "প্রভু, আমি... যদি আপনি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মরত না।" বলল, "কিন্তু আমি এখনও জানি যে যা কিছু আপনি পিতার কাছে যাত্রা করবেন, ঈশ্বর আপনাকে তা দিবেন।"

288 উনি বললেন, “আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে যদি মরেও যায়, তবুও জীবিত থাকবে। আর যে কেউ জীবিত আছে আর আমাতে বিশ্বাস করে সে কখনই মরবে না। তুমি কি এটা বিশ্বাস করো ?”

289 শুনুন যে সে কি বলেছিল। সে বলেছিল, “হ্যাঁ প্রভু। আমি এটি বিশ্বাস করি যে আপনি যা কিছু বলেছেন তা সত্য। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি ঈশ্বরের পুত্র যিনি পৃথিবীতে এসেছেন।” এটা তার নস্রতাপূর্ণভাবে তাঁর কাছে আসা ছিল।

মহিলা, আপনার এক অন্যরকম অনুভব হচ্ছে, তাই নয় কি? হ্যাঁ এটি ঠিক কথা।

290 ছোট মহিলা যিনি ওখানে বসে আছেন, ওখানে আপনার কাছে, আপনার বাতের ব্যাথা আছে আর স্ত্রী রোগ আছে। মহিলা, এটি কি ঠিক কথা? আপনি কেবল এক মিনিটের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ুন, সেই ছোট মহিলা যিনি লাল বস্ত্র পড়ে আছেন। আপনি এতটা কাছে ছিলেন, দর্শন আপনার কাছে এসেছে। বাতের ব্যাথা, স্ত্রী রোগ। এটি কি ঠিক কথা? আর এখানে আপনার জীবনে কিছু আছে (আপনার আছে—আপনাকে খুব ভালো করে দেখেছি), আপনার জীবনে অনেক চিন্তা আছে, অনেক সমস্যা আছে। আর সেই সমস্যা আপনার প্রিয়জনকে নিয়ে, তিনি আপনার স্বামী। উনি সুরাপানকারী। উনি গির্জায় যান না। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদযুক্ত করুন মহিলা। আপনি সুস্থ হয়ে গিয়েছেন, এই আলোটি আপনার চারদিকে যাচ্ছে।

291 সেই ব্যক্তি যিনি ঐ লোকটির ঠিক পাশেই বসে আছেন। আপনি মহাশয়, আপনি কি বিশ্বাস করেন? [ভাই বললেন, “আমি করি”—সম্পা.] আপনার সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে? [“হ্যাঁ মহাশয়”] আপনি আপনার একটি ইন্দ্রিয়কে হারিয়ে ফেলেছেন, আর সেটি হল ঘ্রান নেবার ইন্দ্রিয়। এটি কি ঠিক কথা? যদি তাই হয় তবে আপনার হাত নাড়ান। [“এটি ঠিক কথা”] আপনার হাতটি আপনার মুখের কাছে আনুন, এই ভাবে, বলুন, “প্রভু যীশু, আমি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে আপনাকে বিশ্বাস করি।” [“প্রভু যীশু, আমি সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে আপনাকে বিশ্বাস করি।”] ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদযুক্ত করুন। আপনি আপনার সুস্থতা পেয়ে যাবেন।

292 ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখুন! আপনারা সকলে ঐ বিষয়টির ব্যাপারি কি মনে করেন, যা এখানে ভেতরে আছে? আপনারা কি বিশ্বাস করেন? ভক্তিপূর্ণভাবে থাকুন!

293 ওখানে ঠিক ঐ কোনায়ে একজন মহিলা বসে আছেন। আমি সেই আলোকে ওনার ওপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পাচ্ছি। এটিই কেবল সেই উপায় যার দ্বারা আমি সেই কথাগুলোর বিষয়ে বলতে পারি, যখন আলোটি উপরে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঐ আলোটি ঠিক ঐ মহিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত কেবল এক মিনিটের মধ্যে, যদি আমি এটা দেখতে পাই যে কি সমস্যা আছে। এটি আসবে... ঐ মহিলা হৃদপিণ্ডের রোগে—আক্রান্ত। উনি ঠিক আমার দিকে তাকিয়ে আছেন।

294 আর ওনার স্বামী ঠিক ওনার পাশেই বসে আছেন। আর ওনার স্বামীর কিছু রোগ আছে, উনি কেবল রোগাক্রান্ত ছিলেন, অসুবিধায় ছিলেন, রোগাক্রান্ত ছিলেন। এটি কি ঠিক মহাশয়? যদি এটা সত্য হয় তবে আপনার হাত তুলুন। এটি ঠিক কথা, মহিলা আপনি যিনি সেখানে ছোট স্কার্ফ পড়ে বসে আছেন। ঐ মহাশয়ের কিছু অসুবিধা ছিল, এটি কি ঠিক কথা? আজকে আপনি কি একটু মানসিক চিন্তায় ছিলেন? মহাশয়, আপনার পাকস্থলীতে সমস্যা আছে। এটি ঠিক।

295 আপনারা সকলে সম্পূর্ণ হৃদয়ে বিশ্বাস করুন, আপনারা দুজনেই করুন ? আপনারা কি এই কথাটীকে গ্রহন করেন ? মহাশয়, আমি আপনাকে বলি, আপনাকেও বলছি, আমি আপনাদেরকে নিজেদের হাতকে উঠিয়ে রাখতে দেখছি, আপনার ধূমপানের নেশা আছে। আপনি সেটা ছেড়ে দিন। আপনি চুরুট পান করেন, আপনার সেটা করা উচিত নয়, এটি আপনাকে অসুস্থ করে দেয়। এটা ঠিক নয় কি ? যদি তা হয়, তাহলে এভাবে আপনার হাতটি নাড়ান। এটিই সেই বিষয় যা আপনাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এটি আপনার স্নায়ুর জন্য খারাপ। ঐ ঘণ্য জিনিসটি দূরে ফেলে দিন আর ওটা আর করবেন না, আর আপনি সেটার ওপর জয় পেয়ে যাবেন আর ঠিক হয়ে যাবেন, আর আপনার স্ত্রীর হৃদপিণ্ডের রোগ তাকে ছেড়ে চলে যাবে। আপনারা কি সেই কথাটি বিশ্বাস করেন ? এটি কি ঠিক কথা ? আমি আপনাকে এখান থেকে দেখতে পারছি না, আর আপনি সেই কথাটি জানেন, কিন্তু আপনার পকেটে...সামনের—পকেটে চুরুট রেখেছেন। এটি ঠিক কথা। ঐ জিনিসগুলো বাইরে বের করে ফেলুন আর সেগুলো আপনার স্ত্রীর কাছে দিয়ে দিন, আপনি ঈশ্বরকে বলে দিন যে আপনি ঐ সমস্ত জিনিস নেওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি ভালো হয়ে ঘরে যাবেন, আপনি এবং আপনার স্ত্রী ভালো হয়ে যাবেন। প্রভু যীশুর নাম আশীর্বাদযুক্ত হোক !

আপনি কি আপনার সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন ?

296 এই স্ত্রী যিনি এখানে বসে আছেন আর আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আপনি যিনি ওখানে আছেন...ঐ আগের সিটে, ঠিক এখানে বসে আছেন। একটি ছোট স্ত্রী যার কাছে...আমার দিকে তাকিয়ে আছে, ঠিক ওখানে বসে আছেন। আপনি না...মহিলা, আপনার কাছে প্রার্থনা কার্ড আছে, আপনি যিনি ঠিক ওখানে আছেন ? আপনার কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই ? আপনি কি আপনার সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করেন ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু খ্রিষ্ট আপনাকে সুস্থ করতে পারেন ?

297 আপনি যিনি ওনার কাছে বসে আছেন, আপনি ঐ বিষয়ে কি ভাবছেন ? মহিলা, আপনার কাছে কি প্রার্থনা কার্ড আছে ? আপনার কাছে নেই ? আপনিও ঠিক হতে চান ? আপনি কি চাইবেন না ঠিক সেভাবেই খাবার খেতে যেমন আপনি আগে খেতেন, আপনার পেটের সমস্যা আছে ? আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যীশু খ্রিষ্ট আপনাকে এখনই সুস্থ করেন ? যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে যীশু আপনাকে এখনই সুস্থ করেছেন তাহলে আপনি দাঁড়িয়ে পড়ুন। আপনার পাকস্থলীতে ঘা আছে, তাই নয় কি ? এটি অধিক চিন্তামগ্ন হওয়ার জন্য হয়েছে। বিশেষ করে অল্প আর ওইসব আছে, অথবা আমি বলতে চাই যে ওগুলো অল্প উৎপন্ন করে, আর এটা আপনার দাঁতগুলোকে সংবেদনশীল করে দেয়। যখন আপনি আপনার মুখের ভেতর খাবার নেন। এটি সত্য কথা। হ্যাঁ মহাশয়। এটি পাকস্থলীর ঘা, এটি আপনার পাকস্থলীর নিচের ভাগে ছিল। কখনও-কখনও যখন আপনি টোস্টের সাথে মাখন লাগিয়ে খান তখন আপনার জ্বালা করে। এটি ঠিক কথা। আমি আপনার মস্তিষ্ককে পড়ছি না, কিন্তু পবিত্র আত্মা নির্ভুল হয়ে থাকেন। আপনি এখনই সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। ঘরে যান আর ঠিক হয়ে যান।

298 আপনি যিনি পেছনের দিকে আছেন আপনার কি সমস্যা ? আপনাদের কয়েকজন যাদের কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই, হাত তুলেছিলেন। কেউ এমন ছিলেন যার কাছে প্রার্থনা কার্ড ছিল না। ঠিক আছে, ভক্তিপূর্ণ হয়ে থাকুন, নিজের সম্পূর্ণ

হৃদয়ের সাথে বিশ্বাস করুন। উপরে যারা ব্যালকনিতে আছেন তাদের বিষয়ে কি ? ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন।

299 আমি এই বিষয়টি নিজে করতে পারি না, এটি কেবল তার পরম অনুগ্রহ। আপনারা কি বিশ্বাস করেন ? তিনি আমায় যেমন দেখতে দেন, আমি ঠিক সেভাবেই বলতে পারি। যেমন আপনার বিশ্বাস...আমি এই কথাটি আপনাদের বিশ্বাসকে উত্তেজিত করবার জন্য বলছি, তারপর আপনারা দেখুন উনি আমায় কোন দিকে নেত্রিত্ব দিয়ে নিয়ে যান। আপনারা কি এই কথাটি উপলব্ধি করছেন যে এ আপনার ভাই নয় ? আপনারা তার উপস্থিতিতে দাঁড়িয়ে আছেন। এ আমি নই যে এগুলো করছি, এতো আপনাদের বিশ্বাস যা একে চালাচ্ছে। আমি এটি চালাতে পারি না। এতো আপনাদের বিশ্বাস যা এটি করছে। এটি করবার আমার কাছে কোন উপায় নেই। কেবল এক মিনিট।

300 এই কোনায় এক অশ্বত ব্যক্তিকে বসে থাকতে দেখতে পারছি, উনি এক বৃদ্ধ ব্যক্তি যিনি চসমা পড়ে আছেন। মহাশয়, আপনার কাছে কি প্রার্থনা কার্ড আছে ? আপনি এক মিনিটের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ুন। আপনি কি আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকে ঈশ্বরের দাস হিসেবে বিশ্বাস করেন ? আপনি অন্য কারো বিষয়ে ভাবছেন, তাই নয় কি ? যদি এটা সত্য কথা হয়, আপনার হাত নাড়ান। এটি এজন্য নয় যে এ আমি, যে আপনার এক ভাই। এখন, আপনার কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই। আপনার কাছে পংক্তিতে আসবার কোন উপায় নেই কারণ আপনার কাছে প্রার্থনা কার্ড নেই। এখন, যদি আপনাদের মধ্যে কারো কাছে প্রার্থনা কার্ড থাকে, আপনারা দারাবেন না, বুঝলেন, কারণ আপনারা পংক্তিতে আসার সুযোগ পাবেন।

301 কিন্তু আমি সেই আলোকে ঠিক ওনার উপরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। এখনও পর্যন্ত দর্শন আসে নি। ভাই, আমি আপনাকে সুস্থ করতে পারবো না, আমি করতে পারি না। কেবল ঈশ্বরই করতে পারেন। কিন্তু আপনার...আপনার...আপনার কাছে বিশ্বাস আছে। আপনি বিশ্বাস করছেন। আর কিছু—কিছু ব্যাপার আছে, এটা—এটা এই বিষয়টি করেছে, কোন ভাবে হয়েছে।

302 যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই ব্যক্তিকে বলে দেন যে তার কি সমস্যা, তাহলে কি আপনারা বাকি সবাই আপনাদের সুস্থতাকে প্রাপ্ত হয়ে যাবেন ? এক ব্যক্তি আছেন, যিনি আমার থেকে কেবল দশ অথবা পনেরো গজ দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাকে জীবনে কখনও দেখিনি। তিনি এখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর এই বিষয়টি প্রকাশ করে দেন যে এই ব্যক্তির কি সমস্যা আছে, তবে আপনাদের সবাইকে এখান থেকে সুস্থ হয়ে বাইরে যাওয়া উচিত। ঈশ্বর ঐর চেয়ে অধিক আর কি করতে পারেন ? এ কি সত্য কথা ?

303 মহাশয়, আপনার সাথে কোন সমস্যা নেই। আপনি দুর্বল, আপনি রাতে একটু জেগে থাকেন, মুত্রথলিতে সমস্যা আর এরকমই ব্যাপার আছে, কিন্তু এটি আপনার সমস্যা নয়। আপনার চিন্তা আপনার ছেলেকে নিয়ে। আর আপনার ছেলে কোন রাজ্যের সংস্থায় আছে আর তার দুরকমের ব্যক্তিত্ব আছে। এটি কি ঠিক ? যদি এটা সত্য হয় তবে আপনার হাত নাড়ান। এটি একদম ঠিক কথা।

304 আপনাদের মধ্যে কতজন এই কথাটি বিশ্বাস করেন যে যীশু খ্রিষ্ট যিনি ঈশ্বরের পুত্র এখানে দাঁড়িয়ে আছেন ? আসুন আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি আর তাকে মহিমা দিই আর নিজেদের সুস্থতা গ্রহণ করি।

305 সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, জীবনের কর্তা, সমস্ত উত্তম বিষয় দানকারী, আপনি এখানে আছেন, আপনি সেই যীশু খ্রিষ্ট, কাল, আজ আর সর্বদা এক আছেন।

306 আর শয়তান, তুই এই লোকদেরকে অনেক সময় ধরে মিথ্যা বলে এসেছিস, এই লোকদের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে যা! আমি তোকে জীবিত ঈশ্বরের দ্বারা, যার উপস্থিতি এখানে আছে, অগ্নিস্তম্ভরূপে আছে, আমি আঙ্গা দিই, এই লোকদের ছেড়ে দে! আর যীশু খ্রিষ্টের নামে ঐ লোকদের থেকে বেরিয়ে যা!

307 আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের হাত তুলুন আর ঈশ্বরের মহিমা করুন, আর আপনাদের সুস্থতা গ্রহন করুন, আপনাদের প্রত্যেকে। [সভা ঈশ্বরের মহিমা করে—সম্পা.]



**কিভাবে দূত আমার কাছে এলেন এবং তার কর্মভার** BEN55-0117  
(How The Angel Came To Me, And His Commission)

এই বার্তাটি মূলরূপে ভাই উইলিয়াম মেরিয়ন ব্রানহাম দ্বারা ইংরাজিতে সোমবার সন্ধ্যায়, ১৭ জানুয়ারী, ১৯৫৫ সালে লেনটেক হাই স্কুল, শিকাগো, ইলিনয়স, ইউ.এস.এ.তে প্রচারিত হয়েছিল যা চুম্বকীয় টেপ রেকর্ডিং থেকে নেওয়া হয়েছে আর পূর্ণাঙ্গরূপে ইংরাজিতে ছাপা হয়েছে। এই বাংলা অনুবাদটি VOICE OF GOD RECORDINGS এর দ্বারা ছাপা হয়েছে এবং বিতরণ করা হয়েছে।

BENGALI

©2017 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

**VOICE OF GOD RECORDINGS, INDIA OFFICE**  
19 (NEW No: 28) SHENOY ROAD, NUNGAMBAKKAM  
CHENNAI 600 034, INDIA  
india@vgroffice.org

**VOICE OF GOD RECORDINGS**  
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.  
www.branham.org

## স্বাধিকার বিস্তৃতি

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। শীশু গ্রীষ্টের সুসমাচার বিস্তার করার সাধনী হিসেবে এই বই বাড়িতে মুদ্রিত করা যেতে পারে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য অথবা বিনামূল্যে বাইরে বিতরণ করার জন্য। এই পুস্তক ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংসএর লিখিত অনুমতি ছাড়া বিক্রি, প্রচুর মাত্রায় অনুলিপি করা, ওয়েবসাইট এ প্রদর্শন করা, সংরক্ষণ করা যায় এমন প্রণালীতে, অন্য ভাষাগুলিতে অনুবাদ করা, তহবিল এর জন্য আমন্ত্রণ করা যাবে না।

দয়া করে, আরও তথ্যের জন্য বা অন্যান্য উপলব্ধ উপাদানের জন্য যোগাযোগ করুন:

ভয়েস অফ গড রেকর্ডিংস

পো: বক্স ৯৫০, জেফারসনভিলে, ইন্ডিয়ানা ৪৭১৩১, ইউ.এস.এ.

[www.branham.org](http://www.branham.org)